ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-80 ■ 20 December, 2025 ■ আগরতলা ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৪পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যু, দেহ ফিরল দেশে

জ্বলছে বাংলাদেশ, পুড়ল সংবাদপত্রের কার্যালয় ও ছায়ানট হামলা চট্টগ্রামস্থিত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন কার্যালয়ে

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর ।। পড়শী দেশ আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বাংলাদেশে। পুড়েছে দুইটি সংবাদপত্রের কার্যালয়, সাংস্কৃতির পীঠস্থান ছায়ানট, সংখ্যালঘু শ্রমিককে প্রকাশ্যে পিটিয়ে খুন করে দেহ পুড়িয়ে দিয়েছেন উন্মত্ত জনতা। শুধু তাই নয়, চট্টগ্রামে অবস্থিত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের কার্যালয়ের কাছে সহিংসতায় পুলিশসহ অন্তত চারজন আহত হয়েছেন। অস্থির পরিস্থিতির ক্ষতে মলম দিতে তড়িঘড়ি বিবৃতি দিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। এদিকে, শুক্রবার বিকেলে হাদির মৃতদেহ বাংলাদেশে ফিরেছে। আগামীকাল তাঁকে কবর দেওয়া হবে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশেই তাঁকেও কবর দেওয়া হবে।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর বৃহস্পতিবার রাত থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। এ সময় গণমাধ্যম কার্যালয়, রাজনৈতিক নেতাদের বাসভবন এবং ভারতীয় দূতাবাস লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ ওঠে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ‘ছাত্র-জনতা’ পরিচয়ধারী

বিক্ষোভকারীরা ঢাকার কারওয়ান বাজারে অবস্থিত দেশের শীর্ষস্থানীয় দুটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার-এর কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। ভবনের বাইরের ফটক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি চালানো হয় এবং কার্যালয়ের একাংশে আগুন লাগানো হয়। এদিকে, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ছায়ানটেও ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়েছে। উন্মত্ত ছাত্র জনতা ভবনে ঢুকে সমস্ত কিছু তছনছ করে দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যু হয়। এনসিপির স্বাস্থ্য সেলের প্রধান ও তাঁর চিকিৎসায় যুক্ত চিকিৎসক ডা. আহাদ জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাতেই তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। ইনকিলাব মঞ্চের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রথম এই খবর প্রকাশ করা হয়।

সম্প্রতি ঢাকা-৮ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রচারণা শুরু করেছিলেন হাদি। গত শুক্রবার, ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজের পর ঢাকার পুরান পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে চলন্ত রিকশায় থাকা অবস্থায় মোটরসাইকেলে আসা দুই হামলাকারীর একজন তাঁকে মাথায় গুলি করে।

হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এনসিপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা ঢাকার শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে আরও কয়েকটি সংগঠন এতে যোগ দেয়। বিক্ষোভকারীদের ‘হাদি-হাদি’ স্লোগান দিতে শোনা যায়। এদিকে কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলাকারীদের একটি বড় অংশ ছিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীএমনটাই জানানো হয়েছে। একই দল দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়েও হামলা চালায়, যা একই ভবনে অবস্থিত।চট্টগ্রামেও উত্তেজনার খবর পাওয়া গেছে। সেখানে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ময়মনসিংহে সংখ্যালঘু যুবককে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা করে দেহ পুড়িয়ে দিল উন্মত্ত জনতা

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর।। ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার ডুবালিয়া পাড়া এলাকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে এক সংখ্যালঘু যুবককে পিটিয়ে হত্যা করেছে একটি উত্তেজিত জনতা। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ৯টার দিকে স্কয়ার মাস্টার বাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ ও বিবিসি বাংলা জানিয়েছে।

নিহত যুবকের নাম দীপু চন্দ্র দাস। তিনি স্থানীয় একটি গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করতেন এবং ওই এলাকায় ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছিলেন। ভালুকা থানার ডিউটি অফিসার রিপন মিয়া জানান, নবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কটূক্তির অভিযোগ তুলে একদল লোক দীপুকে মারধর করে। একপর্যায়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পরে তার মরদেহ একটি গাছে বেঁধে আগুন দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ছায়ানটের কাজের ক্ষেত্র রাজনীতি নয়, সঙ্গীতসংস্কৃতি চর্চা, প্রতিক্রিয়া

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর ।। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর বৃহস্পতিবার রাতেই ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনে ভাঙচুর ও লুটতরাজ চালানোর পাশাপাশি অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে। এরপরই আজ শুক্রবার ছায়ানটের বাইরে বিশাল নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় সংস্কৃতিপ্রেমীরা ক্ষোভে ফেঁটে পড়েছেন।

ওই ঘটনায় আজ এক প্রতিক্রিয়ায় ছায়ানট বলেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার ১৮ তারিখ রাত ১২টার পর ওসমান হাদির মর্মান্তিক মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে একজোট লোক ছায়ানট-সংস্কৃতি ভবনে জোরপূর্বক প্রবেশ করে ভাঙচুর ও লুটতরাজ চালায় এবং অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। তারা ছয়তলা ভবনের সকল সিসি ক্যামেরাসহ অধিকাংশ কক্ষ, প্রক্ষালণ কক্ষ এবং বহু বাদ্যযন্ত্র, মিলনায়তন, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করেছে। সার্ভারসহ ছায়ানটের কিছু বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে। অন্তত ৭টি ল্যাপটপসহ গোটা চারেক ফোন ও কিছু হার্ড ডিস্ক লুঠ করেছে। তাদের ভাঙচুরে বৈদ্যুতিক ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অবস্থা প্রশ্নের মুখে, নির্বাচন বৈধতা নিয়ে উদ্বেগ

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর।। প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিক ভীনা সিক্রি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি দেশটির পরিস্থিতিকে “সম্পূর্ণ জনরোষের শাসন” বা মোবোক্রেসি হিসেবে অভিহিত করেন এবং দাবি করেন যে বর্তমানে বাংলাদেশ একটি অসাংবিধানিক ও অবৈধ প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

নির্বাচন প্রস্তুতি এবং চলমান প্রতিবাদ নিয়ে মন্তব্য করে সিক্রি বলেন, বর্তমান কর্তৃপক্ষের নির্বাচন পরিচালনার কোনো অধিকার নেই। এটি কোনো সাংবিধানিক সরকার নয়। বৈধতা ছাড়া কোনো নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না।

সিক্রি অভিযোগ করেন, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পেছনে জামায়াতে ইসলামী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, পাশাপাশি পাকিস্তানসহ অন্যান্য বাহ্যিক শক্তির সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেন, “জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে জনগণের সমর্থন না থাকার কারণে জনরোষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।”

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুসের কার্যক্রমের কারণে জনগণের অসন্তোষ গত ১৮ মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জামায়াতে ইসলামীকে জনসমক্ষে দুর্বল করেছে। জনপ্রিয়তার অভাব মেটাতে বিভিন্ন ধরনের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ওপার বাংলার প্রসঙ্গে

সব ধরণের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। সবধরনের পরিস্থিতির জন্য ভারত সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে। সীমান্ত সংলগ্ন যাবতীয় বিষয় নিয়ম মেনেই দিল্লিকে অবগত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগ করার পর থেকেই পরিস্থিতি কোন দিকে যেতে পারে, তা অনেকটাই অনুমেয় ছিল। তাঁর বাংলাদেশ ত্যাগের পরপরই সে দেশের বিভিন্ন জেল খুলে দেওয়া হয়, যার ফলে চোর, ডাকাত ও উগ্রবাদীসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ব্যক্তিরা মুক্ত হয়ে যায়। এই কারণেই বর্তমান পরিস্থিতির অবনতি হওয়া স্বাভাবিক বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি আরও জানান, নিয়ম অনুযায়ী সীমান্ত পরিস্থিতি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

দাম্পত্য কলহে আত্মঘাতী বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ১১ মাসের শিশুকে রেখে চিরবিদায় নিলেন এক তরুণী বধূ। দাম্পত্য জীবনের অশান্তি থেকেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীনগর থানার অন্তর্গত মলয়নগর সাহাপাড়ায়। মৃতার নাম সমাপ্তি রুদ্র পাল। তার স্বামী অশোক পাল।

ঘটনার বিবরণে স্বামী অশোক পাল জানান, ঘরের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও শিশুর পরিচর্যাকে কেন্দ্র করে গতকাল তাদের মধ্যে সামান্য বাকবিতণ্ডা হয়। সেই সময় সমাপ্তি তার শাশুড়ির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন বলে পরিবারের দাবি। বিষয়টি শ্বশুরবাড়িতে জানিয়ে ছিলেন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রেল লাইনে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ ডিসেম্বর ।। আবারও রেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক অজ্ঞাত পরিচয় ভবঘুরে মহিলা। শুক্রবার তেলিয়ামুড়া লাখাই বাজার সংলগ্ন রেললাইনে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে রেললাইনের ধারে এক মধ্যবয়স্ক মহিলার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন রেল পুলিশকে।

খবর পেয়ে জিআরপি (রেল পুলিশ) ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা ভিসা অফিসের সামনে মথার যুব সংগঠনের বিক্ষোভ, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশের ভারতীয় ভিসা অফিসে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ এবং ভারতের সেভেন সিস্টার দখলের হুমকির প্রতিবাদে শুক্রবার আগরতলায় তীব্র বিক্ষোভে সামিল হল ওয়াইটিএফ।

এদিন শহরের সার্কিট হাউস এলাকায় পথ অবরোধ করে জোরালো প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি।

বিক্ষোভে উপস্থিত ওয়াইটিএফ নেতৃত্ব জানান, সম্প্রতি বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি (এনসিপি)-র নেতা হাসনাত আব্দুল্লা উত্তর-পূর্ব ভারতকে ভারত থেকে আলাদা করার যে হুমকি দিয়েছেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও উসকানিমূলক। এই ধরনের মন্তব্য শুধু দুই দেশের সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতিও হুমকিএমনটাই মত আন্দোলনকারীদের।

নেতৃত্ব আরও স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৭১ সালে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতায়ই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। ভারতের সেই ঐতিহাসিক সহায়তার ফলেই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত। সেকারণে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখাই বাংলাদেশের জন্য বাঞ্ছনীয় বলে দাবি করেন তারা।

এদিনের বিক্ষোভে আরও কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে টিএসএফ নেতৃত্ব বলেন, যদি বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় না রাখে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতকে আলাদা করার মতো হুমকি দেয়, তবে পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ‘তিপ্রা ল্যান্ড বিচ’ গঠন করতে পারেন তারা।

বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে গোটা সার্কিট হাউস এলাকা ছিল কড়া নিরাপত্তার চাদরে মোড়া। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার নমিত পাঠক। তিনি জানান, যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

ইন্দো-বাংলা সীমান্ত নিরাপত্তা খতিয়ে দেখলেন সেনা আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতি এবং কিছু উগ্রবাদী গোষ্ঠীর ভারতবিরোধী উসকানিমূলক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ভারত—বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থার খোঁজখবর নিতে শুক্রবার দুপুরে সরেজমিনে পরিদর্শনে আসেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। লেফটেন্যান্ট জেনারেল-সহ শীর্ষ সামরিক নেতৃত্ব দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। এদিন আধিকারিকরা দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার ☛৫ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের কল্যাণে রাজনৈতিক রঙ দেখে না সরকার : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। বর্তমান রাজ্য সরকার ও কৃষি দপ্তর কৃষকদের সুবিধা প্রদানে কোনো রাজনৈতিক রঙের ভেদাভেদ করে না।

আজ পোয়াংবাড়ি আর.ডি ব্লকের প্রাঙ্গণে অবস্থিত পোয়াংবাড়ি কৃষি উপ-শাখা, ভিলেজ লেভেল ফার্মার্স অ্যাডভাইজরি সেন্টার এবং এগ্রি ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ-কম-ট্রেনিং সেন্টার—যা আধুনিক আইটি সুবিধা সম্বলিত—উদ্বোধনকালে এই কথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন ৮৯ বছর বয়সী একজন কৃষক এখনও কাজ করছেন এবং নিজের ইচ্ছে ও উদ্যমে ধান চাষ করছেন, সরকারের জন্য অপেক্ষা করছেন না। কৃষি আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি, এবং আমাদের কৃষিকে শক্তিশালী করতে হবে যেন দেশও শক্তিশালী হয়। কৃষি ব্যর্থ হলে সবকিছু ব্যর্থ হবে। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। আজ পোয়াংবাড়িতে ৩.১২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। রাজ্যের ৫৮টি ব্লকের মধ্যে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে কৃষি উপ-শাখা স্থাপন করার। ২০১৮ সালের আগে এখানে ৩৬টি এসএ অফিস ছিল, এখন তা ৪৭-এ উন্নীত হয়েছে। প্রতিটি স্থানে আমরা এই অফিসগুলো স্থাপন করতে চাই, যেখানে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, আইটি সুবিধা, সার ও কৃষি উপকরণের ব্যবহার সংক্রান্ত পরামর্শ এবং বিশেষজ্ঞ নির্দেশিকা দেওয়া হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন এখন কৃষির সংজ্ঞা বদলে গেছে। আমরা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক কৃষিকে গুরুত্ব দিচ্ছি। আমলিঘাটে আমরা ৮২ লাখ টাকার কৃষক বন্ধু কেন্দ্র উদ্বোধন করেছি। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ব্যবসায়ীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। দুটি গাড়ির ধাক্কায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যবসায়ী। মৃতের নাম লিটন পাল ওরফে সমীরণ পাল। তিনি দুই সন্তানের বাবা এবং পাবিয়াছড়া বাজারের পরিচিত কাপড় ব্যবসায়ী। তার বাড়ি কুমারঘাট নতুন বাজার এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, এদিন লিটন পাল বাইক নিয়ে বেতছড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। তখনই দুপুর প্রায় ১২ টা নাগাদ রাস্তায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়ি তার বাইকে সজোরে ধাক্কা মেরে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ধাক্কার ফলে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ঠিক সেই সময় ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগর সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৯ ডিসেম্বর।। বক্সনগর এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা এবং ইন্দো---বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতার না হওয়া এলাকাগুলি পরিদর্শনের লক্ষ্যে শুক্রবার সারাদিনব্যাপী কর্মসূচিতে অংশ নিলেন রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি বক্সনগর ব্লকের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রথমে বক্সনগর ব্লকের অন্তর্গত দয়ালপাড়া ঝড়াজলা স্কুল মাঠে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় যোগ দেন রাজ্যপাল।

সভায় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ জেসওয়াল, পুলিশ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,২০ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
৪ পৌষ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

শিক্ষায় মাতৃভাষাকেই অগ্রাধিকার

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান। শিশুর শারীরিক পুষ্টির জন্য যেমন মায়ের দুধ অপরিহার্য, তেমনই তাহার মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য মাতৃভাষার কোনও বিকল্প নাই। আমাদের দেশে মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দাবি বহুদিনের। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু একবার ক্ষোভের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'যাঁহারা বলেন যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁহারা হয় বাংলা জানেন না, নয়তো বিজ্ঞান জানেন না।' বাংলা তথা আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে আচার্য বিজ্ঞানীর তেজস্বী কণ্ঠস্বরই যেন এবার একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে প্রতিধ্বনিত হইল ইউনেস্কোর গলায়।রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো তাহাদের সাম্প্রতিক 'ইন্ডিয়া এডুকেশন রিপোর্ট'-এ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়াছে। ১৬৫ পৃষ্ঠার রিপোর্টে বহুভাষিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলিয়া ধরিয়া শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য ১০টি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হইয়াছে।সংস্থার স্পষ্ট অভিমত, ভারতের সমস্ত স্কুলব্যবস্থায় শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ইউনেস্কোর দাবি, একটি শিশু যখন নিজের চেনা পরিমণ্ডলে নিজের মাতৃভাষায় পাঠ গ্রহণ করে, তখন তার বোঝার ক্ষমতা, মৌলিক চিন্তাশক্তি এবং সৃজনশীলতা দ্রুত বিকশিত হয়।প্রতিবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে, ইংরেজি বা অন্য কোনও অপরিচিত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়া অনেক সময়েই শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রমের খেই হারাইয়া ফেলে। এর ফলে তাহাদের মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতা তৈরি হয়, যাহা দীর্ঘমেয়াদে স্কুলছুটের হার বাড়াইয়া দেয়। বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান ও গণিতের মতো জটিল বিষয়গুলি যদি সহজ মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়, তবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সেই বিষয়ের প্রতি ভীতি দূর হয় এবং কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। ভারতের মতো বহুজাতিক, বহুভাষিক ও বৈচিত্র্যময় দেশে মাতৃভাষা কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি তাহার হাজার বছরের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ইউনেস্কো মনে করে, আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করিলে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের শিশুদের শিক্ষার মূল স্রোতে রাখা অনেক সহজ হইবে।

ইউনেস্কো মনে করাইয়া দিয়াছে, মাতৃভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার অন্যতম চাবিকাঠি। ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে ইতিমধ্যে মাতৃভাষায় গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন সেই উদ্যোগকে আরও আন্তর্জাতিক মান্যতা দিল। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক বিশ্বে টিকিয়া থাকিতে হইলে বিদেশি ভাষা শিখিবার প্রয়োজন থাকিলেও মেধার ভিত তৈরি হওয়া উচিত মাতৃভাষাতেই। আন্তর্জাতিক সংস্থার এহেন আহ্বান মানিয়া ভারত তাহার আগামীর শিক্ষা মানচিত্র কীভাবে সাজায়, এখন সেটাই দেখিবার।

৪৫ কোটির দুর্নীতি! দোষী সাব্যস্ত রণতুঙ্গা, দেশে ফিরলেই গ্রেফতার হবেন শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক

দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন অর্জুন রণতুঙ্গা। আপাতত বিদেশে রয়েছেন তিনি। দেশে ফিরলেই গ্রেফতার করা হবে তাঁকে। ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কাকে এক দিনের বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন অধিনায়ক রণতুঙ্গা। সেই এক বারই ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ জিতেছিল তারা। সেই বিশ্বজয়ী অধিনায়কই এ বার জেলযাত্রার মুখে।

খেলা থেকে অবসরের পর রাজনীতিতে গিয়েছিলেন রণতুঙ্গা। হয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। সেই সময় অর্থের বিনিময়ে বেশ কয়েকটি সংস্থাকে বরাত পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল রণতুঙ্গা ও তাঁর দাদা ধাম্মিকা রণতুঙ্গার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগে দু'জনেই দোষী প্রমাণিত হয়েছেন।

রণতুঙ্গা যখন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ছিলেন তখন ধাম্মিকা একটি পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। দু'জনে মিলে দুর্নীতি করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। ধাম্মিকাকে সোমবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। জামিন পেয়েছেন তিনি। শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি আমেরিকারও নাগরিকত্ব রয়েছে তাঁর। তাই জামিন পেলেও তিনি যাতে দেশ ছাড়তে না পারেন, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কলম্বোর ম্যাজিস্ট্রেট আসাঙ্গা বোদারাগামাকে তদন্ত কমিশন জানিয়েছে, রণতুঙ্গা দেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। কমিশন আরও জানিয়েছে, ২৭টি সংস্থাকে বেআইনি ভাবে বরাত পাইয়ে দিয়েছিলেন রণতুঙ্গা। তার জন্য ৪৫ কোটি টাকা নিয়েছিলেন তিনি। ২০১৭ সালে করা এই দুর্নীতি এত দিনে প্রমাণিত হয়েছে।

গত বছর ক্ষমতায় আসার পরেই শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমার দিশানায়েক জানিয়েছিলেন, যাঁরা দুর্নীতি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। তদন্ত কমিশন তৈরি করেন তিনি। সেই কমিশনই তদন্ত করে দোষী সাব্যস্ত করেছে ৬২ বছর বয়সি রণতুঙ্গাকে। তাঁর ভাই প্রসন্ন রণতুঙ্গা শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী ছিলেন। তাঁকেও দুর্নীতির অভিযোগ গত মাসে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বার জেলযাত্রার মুখে শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হলেই শুরু আইপিএল! কবে উদ্বোধন? ফাইনালই বা কবে? নিলামের আগেই জানা গেল দিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আর দু'মাসও বাকি নেই। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরেই শুরু হয়ে যাবে আইপিএল। মঙ্গলবার আবু ধাবিতে আইপিএলের নিলাম। তার আগেই জানা গিয়েছে আইপিএল কবে শুরু ও শেষ হবে।৮ মার্চ শেষ হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। 'ক্রিকবাজ' জানিয়েছে, ২৬ মার্চ থেকে শুরু আইপিএলের আগামী মরসুম। ফাইনাল হবে ৩১ মে। অর্থাৎ, দু'মাসের বেশি সময় ধরে চলবে এই প্রতিযোগিতা।রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আইপিএলের উদ্বোধন হবে কি না তা এখনও ঠিক হয়নি। সাধারণত, যে দল চ্যাম্পিয়ন হয়, পরের বছর তাদের ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। কিন্তু গত বার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএল জেতার পর উল্লাসের সময় চিন্নাস্বামীর বাইরে বিশৃঙ্খলায় পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তার পর থেকে সেখানে খেলা হয়নি। মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও সেই মাঠ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।সম্প্রতি জানা গিয়েছে, চিন্নাস্বামীতে আইপিএলের ম্যাচ হবে। কিন্তু উদ্বোধনে তারকা সমাবেশ হয়। ফলে নিরাপত্তাও বেশি থাকে। বেঙ্গালুরুতে উদ্বোধন হলে যাতে আবার কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এখনও পর্যন্ত অবশ্য আইপিএলের সূচি নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কিছু বলেনি।

মঙ্গলবারের নিলামে প্রথমে ৩৫০ জনের নামার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সংখ্যা বেড়েছে। আরও ১৯ জনের নাম যুক্ত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাংলার রঞ্জি অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণও। ফলে সংখ্যাটা এখন ৩৬৯। আইপিএলের ১০ দল সর্বাধিক ৭৭ জন ক্রিকেটার কিনতে পারবে। নিলামে সবচেয়ে বেশি ৬৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা নিয়ে নামবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ফলে সবচেয়ে বেশি নজরও থাকবে তাদের দিকে।

আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণের মানে কি

আবুল বাসার

যদি প্রশ্ন করা হয়, বিজ্ঞানের তথা পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে নামকরা সমীকরণ কোনটি? নিঃসন্দেহে বলা যায়, সবাই চোখ বন্ধ করে বলবেন, $E=mc^2$। যাঁরা বিজ্ঞানের তেমন খোঁজখবর রাখেন না, তাঁদের কাছেও সমীকরণটি পরিচিত। সিংহভাগ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের অধিকাংশ সমীকরণ মিসরের হায়ারোগ্লিফিক্সের মতো দুর্বোধ্য।

সেখানে এই সমীকরণ অনেকের কাছেই যেন সুপরিচিত ব্র্যান্ডের লোগো। সহজে মনে রাখার মতো। এই সমীকরণের কাঁধে চেপে একসময় পরমাণুর হৃদয় খুঁড়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদেরা বের করে আনেন বিপুল পরিমাণ শক্তি। সেই শক্তির দাপটে ১৯৪৫ সালে তছনছ হয়ে গিয়েছিল জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর।

পদার্থবিজ্ঞানের সমীকরণগুলো আসলে নিছক বীজগণিতের আঁকিবুঁকি নয়, বরং সেগুলো কোনো না কোনো ভৌত জগৎ ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করে। সাধারণ মানুষের মনের গভীরে এই সমীকরণ গেঁথে যাওয়ার এটিও একটি কারণ। আবার এই সমীকরণ যে ভৌত ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে, সেটিও সহজ ও বোধগম্য। এখানে সমীকরণের E অর্থ এনার্জি বা শক্তি, দ্ব-এর অর্থ মাস বা ভর এবং c-এর অর্থ শূন্যস্থানে আলোর বেগযার পরিমাণ সেকেন্ডে ২৯,৯৭,৯২,৪৫৮ মিটার। এটি বলে, শক্তি হলো ভর আর আলোর বেগের বর্গের গুণফলের সমান।

সমীকরণটি ইঙ্গিত করে যে সেগুলো একে অন্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এটুকুই কি সব? এর আসল অর্থ কী? ভর, শক্তি ও আলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় কীভাবে? আর তাদের মধ্যকার এই সম্পর্ক আমাদের নিজেদের এবং মহাবিশ্বের মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কে কী অর্থ প্রকাশ করে?

আমাদের অধিকাংশেরই ধারণা, ভর হলো সেই বস্তু, যা দিয়ে আমরা বা আমাদের দেহ গঠিত হয়েছে। স্কুলের বিজ্ঞান বইয়েও পড়ানো হয় যে কোনো কিছু পদার্থ হওয়ার অন্যতম শর্ত তার ভর থাকা। ভর নেই মানে, সেটা অপদার্থ!

$E=mc^2$ সমীকরণে E অর্থ এনার্জি বা শক্তি, m-এর অর্থ মাস বা ভর এবং c-এর অর্থ শূন্যস্থানে আলোর বেগ। এটি বলে, শক্তি হলো ভর আর আলোর বেগের বর্গের গুণফলের সমান। সেই হিসাবে কাউকে অপমান- অপদস্থ করতে আর অপদার্থ বলার উপায় নেই। ভর বলতেই আমরা বুঝি, সেটি ভারী, তাগড়াই। অন্যদিকে কম ভরের কিছু মানে সেটি হালকা-পাতলা, বায়বীয়। নিউটন বলেছিলেন, বস্তুর ত্বরণে যা বাধা দেয়, সেটিই হলো ভর। একেবারে ছোটবেলা থেকেই এ রকম ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে যেতে থাকে। সেটিই ধরা পড়েছে নিউটনের গতির সূত্রে: $F=ma$। কয়েক শতাব্দী ধরে সমীকরণটি পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রেখেছিল। এখানে চ হলো বস্তুতে প্রয়োগকৃত বল, দ্ব মানে ভর এবং খ হলো ত্বরণ। সূত্রটি থেকে জানা যায়, কোনো বস্তুর ভর অনেক বেশি হলে, তা নাড়াতে অনেক বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে। আর ভর কম হলে, তা নাড়ানো যাবে সামান্য ধাক্কাতেই।

সাধারণ হিসাবে, ভর হলো বস্তুর মোট পরিমাণ। বেশি ভরের বস্তু, যেমন পাহাড় বা কোনো গ্রহ বেশি দৃঢ় বা কঠিন বলে মনে হয়। অন্যদিকে শক্তিকে ভাবা হয় ভরের চেয়ে একেবারেই আলাদা কিছু। শক্তিকে বরং তাপ, আলো, আগুন বা গতির সঙ্গে মেলাতে আমরা বেশি পছন্দ করি। আবার একে কোনো ক্ষণস্থায়ী কিছু ভাবা হয়, যা প্রবাহিত হয় বা যাকে স্থানান্তরিত করা যায়। এটি আমাদের কোনো কাজ করার বা কিছু পুড়িয়ে ফেলার ক্ষমতা দেয়। জাদুকরি কোনো কিছুর মতো একে জমিয়ে রাখা যায় এবং প্রয়োজনমতো বের করে দেওয়া যায়। ভর হলো বস্তুর মোট পরিমাণ। বেশি ভরের বস্তু, যেমন পাহাড় বা কোনো গ্রহ বেশি দৃঢ় বা কঠিন বলে মনে হয়। অন্যদিকে শক্তিকে ভাবা হয় ভরের চেয়ে একেবারেই আলাদা কিছু। দীর্ঘদিন ধরে ভর ও শক্তি—সম্পর্কিত আমাদের এই সহজাত ভাবনা নিউটনের সূত্রের সঙ্গে বেশ মানানসই ছিল। এমনকি মহাবিশ্বকে আমরা একসময় যেমন ধারণা করতাম, তার সঙ্গেও মিল ছিল সেই ভাবনার। আমরা ভাবতাম, ভর ও শক্তি পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করলেও এ দুটি পুরোপুরি ভিন্ন। যেমন আমাদের ধারণা, কোনো কাপে কিছু পানি যোগ করলে তার ভর বাড়ে। কিন্তু সেখানে শক্তি যোগ করলে, ভর বাড়বে না, শুধু কাপের পানির অণুগুলোর গতি বাড়বে। মোটকথা, তাপ বাড়ালে কাপে অণুর পরিমাণ বাড়ে না, শুধু অণুগুলোতে আলোড়ন তুলবে।

১৮৮০—এর দশকে পদার্থবিদেরা প্রশ্ন তুলতে লাগলেন, ভর কোথা থেকে আসে? এটি আসলে কী? জবাবে অনেকে ভাবলেন, কোনো বস্তুর ভরের জন্য দায়ী আসলে ইলেকট্রন। কারণ, তখন সবে ইলেকট্রন আবিষ্কার করেছেন পদার্থবিদ জে জে টমসন। তাই তাঁর ঘাড়ে ভরের দোষ চাপাতে চেষ্টা করলেন বিজ্ঞানীরা।

পদার্থবিদেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পান, ইলেকট্রনের মতো কোনো চার্জিত কণা যখন চলাফেরা করে, তখন তা একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে। চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি কণার পেছনে ধাক্কা দেয়, যার কারণে কণাটির পক্ষে দ্রুত বেগে চলা কঠিন হয়ে ওঠে। ঘটনাটির এই প্রভাবের সঙ্গে আরেক বিষয়ের মিল খুঁজে পান বিজ্ঞানীরা। ধাক্কা দিয়ে নাড়ানো কঠিন কোনো পদার্থের যেমন ভর থাকে, ইলেকট্রনের প্রভাবও অনেকটা সে রকম। এখান থেকেই পদার্থবিদেরা প্রথম ধারণা পান যে ভর ও শক্তি (চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের শক্তি) স্রেফ আলাদা বিষয় নয়, বরং অন্য কিছুও হতে পারে। কিন্তু সেই অন্য কিছুটা কী? ইলেকট্রনের মতো কোনো চার্জিত কণা যখন চলাফেরা করে, তখন তা একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে। চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি কণার পেছনে ধাক্কা দেয়, যার কারণে কণাটির পক্ষে দ্রুত বেগে চলা কঠিন হয়ে ওঠে।

১৯০৫ সালে ঠিক এই সময়ে একটি চমৎকার যুক্তি নিয়ে ময়দানে হাজির হন আলবার্ট আইনস্টাইন। তাতে পদার্থবিজ্ঞানের এই বিতর্কের অবসান হয়। সে সময় আপেক্ষিকতার তাত্ত্বিক ধারণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এই জার্মান বিজ্ঞানী। পরস্পরের সাপেক্ষে চলমান বস্তুগুলোর ওপর পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকানুন কী হবে, সেটিই ছিল আপেক্ষিক তত্ত্বের সারকথা। তখনই প্রথম জানা গেল, আলোর চেয়ে বেশি বেগে কিছুই চলতে পারে না। কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছু কতটা জোরে ছুটছে, তার ওপর আলোর এই বেগ নির্ভর করে না।

আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে মনে হয়, টর্চলাইট হাতে নিয়ে দৌড়ালে আলোর বেগ বাড়বে (অর্থাৎ আলোর মোট বেগ গু আপনার দৌড়ানোর বেগ আলোর বেগ)। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন, এ ধারণা ভুল। খুব জোরে ছুটলেও দেখা যাবে, আলো একই গতিতে চলছে। এটিই মহাজাগতিক গতিসীমা। এই মৌলিক সীমার কারণে পৃথিবীতে স্থির থাকা এবং রকেটে চেপে অতিদ্রুত চলা দুই ব্যক্তির মধ্যে কিছু অদ্ভুত প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

বিষয়টি বোঝাতে মহাকাশে কোনো পাথর থেকে তাপ নিঃসরণের উদাহরণ টেনেছেন আইনস্টাইন। পাথর থেকে তাপ বেরিয়ে আসবে অবলোহিত আলো রূপে। মানে, ইনফ্রারেড ফোটন। আপনি যদি ওই পাথরের পাশে মহাকাশে ভাসেন, তাহলে সেখানে কিছুই অদ্ভুত বলে মনে হবে না। কিন্তু পাথর থেকে ইনফ্রারেড ফোটন বেরিয়ে আসতে দেখা গেলে এবং তা মাপা হলে দেখা যেত, ওই ফোটনের শক্তি নির্দিষ্ট (আসলে সব ফোটনের শক্তিও নির্দিষ্টই থাকে)।

কিন্তু আপনি যদি পৃথিবীর পাশ দিয়ে দ্রুতগামী কোনো রকেটে থাকেন, তাহলে ভিন্ন কিছু ব্যাপার চোখে পড়ত। নিজের আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্র ব্যবহার করে আইনস্টাইন হিসাব কষে দেখেন, এ ক্ষেত্রে পাথর থেকে বেরিয়ে আসা আলোর কম্পাঙ্ক ভিন্ন হবে। এ ঘটনাকে বলা হয় রিলেটিভিস্টিক ডপলার ইফেক্ট। পুলিশের গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সময় বা কাছে আসার সময় সাইরেনের শব্দ যে রকম বদলে যায়, এটাও অনেকটা সে রকম। সাইরেনের ক্ষেত্রে শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিচ্যুতি হয়। পাথর থেকে তাপ বেরিয়ে আসবে অবলোহিত আলো রূপে। মানে, ইনফ্রারেড ফোটন। আপনি যদি ওই পাথরের পাশে মহাকাশে ভাসেন, তাহলে সেখানে কিছুই অদ্ভুত বলে মনে হবে না।

আবার আমাদের কাছ থেকে কোনো নক্ষত্র বা ছায়াপথ দূরে গেলে আলোর লোহিত বিচ্যুতি ঘটে এবং কাছে আসতে থাকলে ঘটে নীল বিচ্যুতি। কিন্তু পাথরের আলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একটু অদ্ভুত। তার পেছনে রয়েছে আপেক্ষিকতার নিয়মকানুন। কারণ, কোনো ফোটনকে কখনোই আলোর চেয়ে বেশি জোরে বা ধীরে চলতে দেখা যায় না। এর নিট ফল হলো, পাথরের পাশে মহাকাশে ভাসমান কারও কাছে আর রকেটে চেপে দ্রুতবেগে চলা কারও কাছে পাথর থেকে আসা ফোটনের শক্তির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু ফোটনগুলো তো দুই ক্ষেত্রেই একই, তাহলে পরিবর্তনটি হচ্ছে কার? নিঃসন্দেহে সেটি অন্য কিছু। আইনস্টাইনের মতে, পরিবর্তনটি হবে পাথরটির গতিশক্তির। কিন্তু কোনো বস্তুর গতিশক্তি আসে ভর ও বেগ থেকে। কিন্তু এখানে তো ফোটন নিঃসরণের সময় পাথরটির বেগের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই আইনস্টাইন শেষমেশ সিদ্ধান্তে এলেন, এখানে নিশ্চয়ই ভরের কোনো পরিবর্তন হয়েছে। তিনি অঙ্ক কষে দেখতে পান, পাথরটির ভরের যে পরিবর্তন হয়েছে, তার পরিমাণ ও ফোটনের শক্তির পরিমাণের সঙ্গে আলোর বেগের বর্গের গুণফলের সমান।

অর্থাৎ ফোটনের শক্তি গু (পাথরের ভরের পরিবর্তন) × (আলোর বেগ)২। মানে, পাথরটি থেকে যখন ফোটন বেরিয়ে আসছে, তখন পাথরের ভর বদলে যাচ্ছে। ভরের এই পরিবর্তনের পরিমাণ (একে যদি আলোর বেগের বর্গ দিয়ে গুণ করা হয়) আর ফোটনের শক্তি পরিমাণ একদম সমান। এ থেকে মনে হয়, পাথরটির কিছু ভর রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে শক্তিতে, যা ফোটন রূপে বেরিয়ে আসছে। এখানে মনে রাখতে হবে, ফোটনের কোনো ভর নেই, এরা বিশুদ্ধ শক্তি।

কোনো বস্তুর গতিশক্তি আসে ভর ও বেগ থেকে। কিন্তু এখানে তো ফোটন নিঃসরণের সময় পাথরটির বেগের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এই ফলাফল ছিল যুগান্তকারী। কারণ, হাজার হাজার বছর ধরে আমরা ভর ও শক্তিকে পুরোপুরি ভিন্ন বলে ভাবতাম। সেই ভাবনায় আঘাত করল আইনস্টাইনের এই ফলাফল। আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে দেখা গেল, ভর ও শক্তিকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একটিকে আরেকটিতে রূপান্তর করা সম্ভব। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এর মানে আসলে কী? বস্তুর ভরের মতো কোনো কিছু শক্তিতে রূপান্তর হয় কীভাবে? কিংবা শক্তি কীভাবে রূপান্তরিত হয় ভরে? শুরুতে মনে হতে পারে, পাথরের অণুর কিছু পরমাণু কোনো একভাবে ভেঙে বা ক্ষয় হয়। আর সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে ফোটনগুলো। অবশ্য পাথরটির ভর কমে যাওয়ার এটি একটি উপায় হতে পারে। কিন্তু এখানে শুধু এটিই সব নয়। ফোটন বেরিয়ে আসার আগে বা পরে পাথরটির পরমাণুর সংখ্যা একই থাকে। কিন্তু কোনো একভাবে পাথরটির ভর কমে যায়।

বিষয়টি বেশ উদ্ভট। কারণ, কোনো বস্তুর ভর এভাবে রূপান্তর হওয়ার বিষয়টিতে আমরা অভ্যস্ত নই। একটি ঘরে যদি এক কেজি ভরের কোনো ধাতব খণ্ড থাকে, ঘরের এসি চালু করার কারণে সেই ভর কমে বা বেড়ে যাবে বলে আমরা আশা করি না। আবার এক কেজি চিনি ফ্রিজে রাখলেও সেটি এক কেজিই থাকবে বলে আমরা আশা করি। কিন্তু আসলেই কি তা—ই? এখানে আসলে কী ঘটছে, তা বুঝতে হলে আমাদের আরেকটু গভীরে ঢুকতে হবে। বুঝতে হবে, কোনো বস্তুর ভর থাকার মানে আসলে কী। সেখান থেকেই মিলতে পারে এই ধাঁধার সমাধান। পাথরের অণুর কিছু পরমাণু কোনো একভাবে ভেঙে বা ক্ষয় হয়। আর সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে ফোটনগুলো। অবশ্য পাথরটির ভর কমে যাওয়ার এটি একটি উপায় হতে পারে। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে আমরা নিজেরা কঠিন বা দৃঢ় উপাদান দিয়ে তৈরি বলে মনে করি। কথায় বলে, আমরা যা খাই, নিজেরাই ঠিক তা—ই। আর মানুষ তো বিভিন্ন পদার্থ বা বস্তু খায়। গাছপালার মতো সূর্যের আলো বা ভূতের মতো চাঁদের আলো খায় না। আবার চোখের সামনে নিজের হাত বা আঙুল সামনে আনলেও সেগুলো নিরেট শক্ত বা দৃঢ় দেখতে পাবেন। কাজেই সন্দেহ করার কোনো উপায় নেই।

আরও কাছ থেকে যদি দেখা সম্ভব হতো, কিংবা বলা যায়, দেহের গাঠনিক উপাদানগুলোকে অনেক বড় করে দেখা সম্ভব হতো, তাহলে দেখা যেত, সেখানে খুব বেশি কিছু নেই। দেখা যেত, তার বেশির ভাগই ফাঁকা জায়গা। আপনার দেহের কোনো একটি পরমাণুর দিকে তাকালে দেখা যাবে, এর মধ্যে অনেক শূন্যস্থান রয়েছে। একটি পরমাণুর বেশির ভাগ ভর থাকে তার কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে। কারণ, পরমাণুর ইলেকট্রনের চেয়ে প্রোটন বা নিউট্রনের ভর প্রায় দুই হাজার গুণ বেশি।

প্রোটন আর নিউট্রনকে ভাঙলে পাওয়া যায় কোয়ার্ক। একটি প্রোটন গঠিত হয় দুটি আপ কোয়ার্ক ও একটি ডাউন কোয়ার্ক পরস্পর যুক্ত হয়ে। নিউট্রন গঠিত হয় দুটি ডাউন আর একটি আপ কোয়ার্কে। কাজেই দেহের বেশির ভাগ ভর জোগায় আসলে এসব কোয়ার্ক। কিন্তু এখানেই আছে আরেক চমক। এই কোয়ার্কগুলোকে আলাদা করতে গেলেই একটি মজার ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়। অবশ্য কোয়ার্কদের আলাদা করা যা—তা ব্যাপার নয়, খুব কঠিন। সেটা এখানে আলোচ্য নয়।

প্রোটনের তিনটি কোয়ার্কের ভর একত্রে মাপা হলে ভর পাওয়া যাবে ৯৩৮ MeV/c২। এক MeV/c২ হলো প্রায় ১.৭×১০-৩০ কিলোগ্রাম। কিন্তু প্রোটনটি ভেঙে প্রতিটি কোয়ার্ক আলাদা আলাদাভাবে মাপা হলে আপ কোয়ার্কের ভর পাওয়া যাবে মাত্র ২ MeV/c২ এবং ডাউন কোয়ার্কের ভর পাওয়া যাবে ৪.৮ MeV/c২। সাধারণ যোগ করেই বোঝা যাচ্ছে, বিপুল পরিমাণ ভরের কোনো হদিস নেই এখানে। বেমালুম গায়েব! নিউট্রনের কোয়ার্কগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাহলে প্রোটনের বাকি ভর গেল কোথায়? এই গায়েবি ভর আসে কোথা থেকে? স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আলাদাভাবে কোয়ার্কদের খুব বেশি ভর নেই। প্রতিটির ভর প্রোটনের মোট ভরের মাত্র ১ শতাংশ। তারপরও কোয়ার্ক তিনটিকে একত্র করলে তাদের ভর ম্যাজিকের মতো প্রায় ১০০ গুণ বেড়ে যায়। যেন তিনটি লেগো খণ্ড একসঙ্গে জুড়ে দিলাম, আর বলা নেই, কওয়া নেই হুট করে তার ভর হয়ে গেল ৩০০ লেগো খণ্ডের সমান। সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল'র মতো। 'ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল'। এর মানেটা কী? হুট করে প্রোটনে এই ভর এল কোথা থেকে? এর উত্তরটা সরল, কিন্তু বিস্ময়কর। আসলে তিনটি কোয়ার্ক একত্র হয়ে গঠন করে প্রোটন বা নিউট্রন। তিনটি কোয়ার্ককে একত্র করতে যে শক্তির প্রয়োজন, প্রোটন বা নিউট্রনের বাকি ভর আসে সেই শক্তি থেকে। আগেই দেখেছি, শক্তিও ভরের মতো আচরণ করে। ধরা যাক, দুটি কণার বন্ধন হিসেবে তাদের মাঝখানে সামান্য কিছু শক্তি আটকে আছে। দেখা যাবে, ওই শক্তিকে অনেক ঠেলা—ধাক্কা দিয়ে চেষ্টা করেও সরানো যাচ্ছে না। অনেক বেশি ভরকে নাড়ানো যেমন কষ্টকর, এটিও অনেকটা সে রকম। কিন্তু কণা দুটিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে শক্তিটুকু ক্ষয় করে ফেলা যায়, তাহলে কণা দুটিকে সহজেই নাড়ানো যায়। অন্য কথায়, শক্তির নিজের মধ্যেই জড়তা আছে। শুধু তা—ই নয়, মহাকর্ষ বলও অনুভব করে শক্তি। আটকে পড়া সামান্য শক্তিও ভরের মতো কোনো স্থানকে বাঁকিয়ে দিতে পারে এবং অন্য বস্তুকে আকর্ষণও করতে পারে। কাজেই প্রোটনের ক্ষেত্রে তার ভর হলো তিনটি কোয়ার্ক কণার ভর এবং তাদের একত্রে আটকে রাখা শক্তির যোগফল। কোয়ার্ক কণাদের একত্রে আটকে রাখে শক্তিশালী পারমাণবিক বল। আরও সঠিকভাবে বললে, কোয়ার্কদের শক্ত বন্ধনে আটকে রাখে শক্তিশালী পারমাণবিক বলবাহী গ্লুয়ন কণা। শুধু প্রোটনের ক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃতির সব ক্ষেত্রেই এটি সত্য। কাজেই আপনার বা একজন মানুষের মোট ভর আসলে তার সব কণা এবং কণাগুলোকে একত্রে আটকে রাখতে প্রয়োজনীয় শক্তির যোগফল। সুতরাং কোনো বস্তুর সব কণা আলাদা আলাদা মাপা হলে তার পরিমাণ আদি বস্তুর ভরের চেয়ে অনেক কম পাওয়া যাবে।

প্রোটন আর নিউট্রনকে ভাঙলে পাওয়া যায় কোয়ার্ক। একটি প্রোটন গঠিত হয় দুটি আপ কোয়ার্ক ও একটি ডাউন কোয়ার্ক পরস্পর যুক্ত হয়ে। নিউট্রন গঠিত হয় দুটি ডাউন আর একটি আপ কোয়ার্কে।

তাহলে হারিয়ে যাওয়া ভরের সমতুল্য শক্তিটি নির্ণয় করা যাবে কীভাবে? সেটি তো আগেই বলা হয়েছে। হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছেন, ওই বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ ব্যবহার করে। এই সমীকরণ আসলে আংশিকভাবে সেটিই প্রকাশ করে; অর্থাৎ ভর আর শক্তি সমতুল্য। কাজেই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে আমাদের দেহের বেশির ভাগ বা ৯৯ শতাংশ আমরা ভর হিসেবে ভেবে নিলেও সেগুলো আসলে শক্তি। তাহলে প্রশ্ন আসে, বাকি ১ শতাংশ আসলে কী? সেগুলো আসলেই পদার্থ। তবে তার পরিমাণও কিন্তু খুব বেশি নয়। গত ১০০ বছরে মৌলিক কণার ভরের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। কোয়ার্ক এবং ইলেকট্রনকে অনেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেও দেখা হয়েছে। কিন্তু এর সেগুলো তার চেয়ে ছোট কোনো কণা দিয়ে তৈরি বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাজেই বলা যায়, অন্য কোনো ছোট কণা একত্র করতে ব্যবহৃত কোনো শক্তি তাদের ভরের পেছনে জড়িত নেই। তাহলে তাদের ভরের উৎস কী? কোথা থেকে আসে এই ভর?

ইলেকট্রনের প্রকৃতি সম্পর্কে সেই ১৮৮০—এর দশকে জে জে টমসন যে রকম ধারণা করেছিলেন, সেটি সঠিক পথেই ছিল। তখন দেখা গিয়েছিল, ইলেকট্রনকে নাড়ানো বেশ কঠিন কাজ। কারণ, এই কণা চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে। আরও অনেক পরে জানা গেল, এখানে আরেকটি ক্ষেত্রও আছে, যেটা তাদের পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। সেটি হলো হিগস ফিল্ড বা হিগস ক্ষেত্র। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে হিগস বোসন কণা। ২০১২ সালে লার্জ হ্যাড্রন কলায়ডারে এই কণার অস্তিত্ব শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বমতে, গোটা মহাবিশ্বেই এই কোয়ান্টাম ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। সেগুলো বস্তুকণাদের ঘাড়ে চড়াও হয়ে টানাটানি করছে। তাই তাদের নাড়ানো কঠিন। এখান থেকেই আসলে প্রতিটি কণার ভর আসে। প্রায় প্রতিটি কণাই হিগস ফিল্ডের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। তবে কণার ভরের উৎসের এটি হলো আংশিক ব্যাখ্যা। পুরো ব্যাখ্যাটি হলো, ভর আসে হিগস ক্ষেত্রের শক্তি থেকে। কিছু কণা হিগস ক্ষেত্রে সংরক্ষিত শক্তির সঙ্গে অনেক বেশি মিথস্ক্রিয়া করে। তাই সেসব কণাকে নাড়ানো কঠিন। আবার হিগস ক্ষেত্রের সঙ্গে কিছু কণার মিথস্ক্রিয়া বেশ দুর্বল। সেসব কণা নাড়ানোও বেশ সহজ। কাজেই প্রতিটি কণার ভর নির্ভর করে হিগস ক্ষেত্রের শক্তির সঙ্গে ওই কণার যোগাযোগ কতটুকু, তার ওপর। প্রায় ১৩৭০ কোটি বছর আগে মহাবিস্ফোরণে মহাবিশ্বের জন্মের পর সেখানে ছিল কেবল তাপ আর শক্তি। তা থেকে জন্মেছিল কিছু কণা। শুরুতে তারা ভরহীন ছিল। কিন্তু হিগস বোসন কণার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে কিছু কণা হয়ে গেল ভারী, বাকিগুলো হিগস-বোসন কণার ধার ধারেনি। তাই সেগুলো আজও ভরহীন রয়ে গেছে। মহাবিশ্বে তারাই ছুটে বেড়ায় আলোর বেগে। যেমন ফোটন। এখান থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারি। কোয়ান্টাম তত্ত্বমতে, কোয়ার্ক ও ইলেকট্রন কণা আসলে কোয়ান্টাম ক্ষেত্রের ছোট্ট ঢেউ ছাড়া কিছু নয়। আর এই ক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে গোটা মহাবিশ্বে। কোয়ান্টাম তত্ত্বে একটি কণা হলো শক্তির বিস্ফোরণ বা শক্তির ঝলক। চিৎকার করলে বা জোরে শব্দ করলে বাতাসে শব্দতরঙ্গের যেমন ঢেউ ওঠে কিংবা সাগরের পানিতে যেমন ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে, এটিও তেমন। কাজেই কণারা নিজেও আসলে একধরনের শক্তি। প্রায় ১৩৭০ কোটি বছর আগে মহাবিস্ফোরণে মহাবিশ্বের জন্মের পর সেখানে ছিল কেবল তাপ আর শক্তি। তা থেকে জন্মেছিল কিছু কণা। শুরুতে তারা ভরহীন ছিল।

কাজেই এখান থেকে কয়েকটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। কোনো বস্তুর ভর আসলে ওই বস্তুর ভেতরে কণাগুলোকে আটকে রাখার জন্য তাদের ভেতরের বন্ধনের শক্তি। আবার প্রতিটি কণার ভর আসলে এক প্রকার শক্তি। এর মাধ্যমে আরেকটি বিস্ময়কর উপসংহারে আসা যায়। সেটি হলো, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে আমরা যেটাকে ভর বলে মনে করি, তার কোনো অস্তিত্ব নেই। আসলে সবকিছুই শক্তি। এবার সেই মহাকাশের পাথরের কাছে ফেরা যাক। মহাকাশের পাথরটি আসলে ফোটন বিকিরণের সময় এভাবে ভর হারাতে পারে। তবে বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার কারণে সেটি ভর হারায় না। সব বস্তুই তো আগে থেকেই শক্তি। কাজেই পাথরটি আসলে একধরনের শক্তি থেকে আরেক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র। এ ক্ষেত্রে পাথরটি তার অণুগুলোর গতি বা কম্পনের শক্তিকে রূপান্তর করে ফোটনে।

কাজেই মহাকাশে এরপর কোনো পাথর দেখলে ভেবে বসবেন না যে সেটার ভর ও শক্তি আছে; বরং ভাববেন, পাথরটি আসলে একগাদা শক্তির গোলা। তার কিছু শক্তি আছে কণার রূপে, কিছু শক্তি আছে কণাগুলোর ভেতর বন্ধন হিসেবে আর কিছু আছে কণাদের গতি হিসেবে। অবশ্য বিপরীতটাও ঘটে। পাথরটি সূর্যের আলো শোষণ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তাতে শক্তি যোগ হবে। আর বাড়তি শক্তির মানে পাথরটি নাড়ানো আরও কঠিন হবে। মহাকর্ষের কারণে তার ভরও বেড়ে যাবে। অর্থাৎ, কোনো উত্তপ্ত পাথর আসলে ঠান্ডা পাথরের চেয়ে বেশি ভারী। অবশ্য পার্থক্যটা খুব সামান্য। কারণ, সমতুল্য ভরের পরিবর্তন নির্ণয় করতে হলে ফোটনের শক্তিকে আলোর বেগের বর্গ দিয়ে ভাগ দিতে হয়। আলোর বেগের বর্গ অনেক বড় একটি সংখ্যা। তাই দেখা যাবে, এ ক্ষেত্রে সমতুল্য ভরের পরিমাণ অনেক কম পাওয়া যাবে। কাজেই $E=mc^2$ সমীকরণ থেকে আমরা পাই: ভর ও শক্তি পরস্পরের সমতুল্য। ইদানীং পদার্থবিদেরা বলতে শুরু করেছেন, ভরও আসলে শক্তির একটা রূপ। এর কারণ, অন্য কিছু ধরনের শক্তি দেখা যায়। যেমন ফোটন। এর শক্তি আছে, কিন্তু কোনো ভর নেই। তবে ভর ও শক্তির ভেতরের গভীর সম্পর্কটা আসলে কী, তা বিখ্যাত সমীকরণ থেকে জানা যায় না। ভর যে শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, এটুকু জানাই আসলে এই দুইয়ের সবটুকু জানা নয়। আমরা জেনেছি, সব ভরই আসলে শক্তি। কোনো বস্তুর কণাদের শক্তি হয় তাদের বন্ধনের মধ্যে কিংবা হিগস ফিল্ডের সঙ্গে তাদের মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল। তবে শক্তির যে জড়তা আছে বা তার যে ভর আছে, এই ধারণা হজম করতে অনেকের জন্যই কষ্টকর। আসলে অনেক বছর ধরে ভর সম্পর্কে আমরা ভুলভাবে চিন্তা করেছি। সেই ভুল সহজে ভাঙার নয়। নতুন ধারণা অনুসারে, বস্তু বা পদার্থ বলতে আসলে কিছু নেই, সবই শক্তি। এ ধারণা এখন মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে। এখন পদার্থবিদেরা মহাবিশ্বে বস্তু আর শক্তিতে পরিপূর্ণ বলে ভাবেন না, বরং গোটা মহাবিশ্ব আছে শুধু শক্তি। এমনকি আমরাও ব্যতিক্রম নই। সত্যি বলতে, আমরা হলাম শক্তি দিয়ে তৈরি দীপ্তিমান, আলোকময় এক সত্তা। নিজের ভেতর বিপুল শক্তিটা টের পাচ্ছেন? টের পাচ্ছেন নিজের ভেতরের প্রায় অফুরন্ত আলোর ভান্ডারটা? ব্যাপারটি জেনে খুশি লাগছে, তা—ই না? তবে সাবধান! তথ্যটুকু জেনে এখনই আপনার চোখ থেকে লেজার রশ্মি ছুড়তে চেষ্টা করবেন না, কিংবা আঙুল উঁচিয়ে কাউকে ভস্ম করতেও যাবেন না। তাতে কোনো লাভ হবে না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

19-12-25.pmd 1 19-12-2025, 23:45

জি রাম জি প্রত্যাহারের দাবিতে টিকেএমইউ'র উদ্যোগে শুক্রবার আগরতলায় এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

রাজস্থানে ইউএলবি ও পঞ্চায়েত নির্বাচন বিলম্ব ইস্যু সুপ্রিম কোর্টে; আজ শুনানি

জয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর: রাজস্থানে নগর স্থানীয় সংস্থা (ইউএলবি) ও পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে না হওয়ার বিষয়টি এবার সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছেছে। পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও নির্বাচন না হওয়ায় এই ইস্যুতে দায়ের করা মামলার শুনানি আজ সর্বোচ্চ আদালতে হওয়ার কথা।

প্রাক্তন বিধায়ক সংযম লোধা একটি স্পেশাল লিভ পিটিশন (এসএলপি) দায়ের করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি গত মাসে রাজস্থান হাই কোর্টের দেওয়া সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যেখানে রাজ্য সরকারকে নির্বাচন আয়োজনের জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। লোধার দাবি, অবিলম্বে নির্বাচন না হলে তা সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল।

পিটিশনে বলা হয়েছে, সংবিধান অনুযায়ী স্থানীয় স্বশাসন সংস্থার নির্বাচন তাদের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বা অবিলম্বে পরে অনুষ্ঠিত হওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু নির্বাচন না করে রাজ্য সরকার প্রশাসক নিয়োগ করেছে, যা সংবিধান এবং সুপ্রিম কোর্টের বাধ্যতামূলক নির্দেশনার স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের অন্তত ৫২টি নগর স্থানীয় সংস্থার মেয়াদ এক বছরেরও বেশি আগে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও নির্বাচন হয়নি। এর ফলে স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থার সাংবিধানিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, গত ১৪ নভেম্বর রাজস্থান হাই কোর্ট রাজ্য সরকারকে ২০২৬ সালের ১৫ এপ্রিলের মধ্যে পৌর নির্বাচন সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়। সংযম লোধার দাবি, সংবিধান ও আইনগত স্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও হাই কোর্ট এভাবে দীর্ঘ সময় দেওয়ায় ভুল করেছে।

পিটিশনে বলা হয়েছে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির বদলে প্রশাসক নিয়োগ করা ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের পরিপন্থী। পাশাপাশি রাজস্থান মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ২০০৯-এর ৭ ও ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনও পৌর সংস্থার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তা বাড়ানোর সুযোগ নেই বলেও দাবি করা হয়েছে।

লোধার বক্তব্য, নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দুর্বল হচ্ছে, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়নে জবাবদিহি কমছে এবং সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, যা সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষতি করছে। ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষমূলকভাবে পৌর নির্বাচন বিলম্বিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে পিটিশনে বলা হয়েছে, কোনও আইনেই অনির্দিষ্টকালের জন্য ইউএলবি নির্বাচন স্থগিত রাখার অনুমতি নেই। তাই সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে।

পিটিশনে আরও দাবি করা হয়েছে, ১৪ নভেম্বরের রায় দেওয়ার সময় হাই কোর্ট রাজস্থান মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ২০০৯-এর বিধান এবং সময়মতো নির্বাচন আয়োজন সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের একাধিক বাধ্যতামূলক রায়যেমন পাঞ্জাবসহ বিভিন্ন রাজ্যে অবিলম্বে নির্বাচন করানোর নির্দেশযথাযথভাবে বিবেচনা করেনি।

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ মাহিলার নাম শ্রীমতি রবিনা চাকমা, বয়স ২২ বৎসর, স্বামী- শ্রী অমর চাকমা,ঠিকানা - রামচন পাড়া, থানা- গন্ডাছড়া,জেলাঃ-ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙঃ- শ্যামলা, উচ্চতাঃ-৫.৪" ফুট, উক্ত মাহিলা গত ০৬-০৮-২০২৫ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খুঁজা-খুজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে গন্ডাছড়া থানায় ০৭.০৮.২০২৫ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১৫। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিখোঁজ মাহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

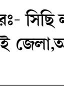

যোগাযোগের ঠিকানাঃ-
পুলিশ সুপার,
ধলাই জেলা, আমবাসা
দুরাভাষ নম্বর :- ০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্টোল, ধলাই) ০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস) ৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)

স্বাক্ষরঃ- সিছি লালদাস
পুলিশ সুপার ধলাই জেলা,আমবাসা

ICA/D-1581/25

NOTICE FOR INTERVIEW (VIVA-VOCE) FOR THE POST OF WARD SECRETARY UNDER KHOWAI MUNICIPAL COUNCIL

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT INTERVIEW (VIVA-VOCE) FOR THE POST OF WARD SECRETARY UNDER KHOWAI MUNICIPAL COUNCIL WILL BE CONDUCTED ON 29th & 30th DECEMBER 2025 FROM 11.00 A.M. ONWARDS AT KHOWAI MUNICIPAL COUNCIL OFFICE IN THE FOLLOWING SCHEDULE. ELIGIBLE CANDIDATES

CANDIDATES WHOSE APPLICATION SERIAL NUMBERS ARE APPENDED BELOW HEREBY INFORMED TO REMAIN PRESENT IN THE INTERVIEW (VIVA-VOCE) WITH RECEIPT COPY OF APPLICATION ALONG WITH ONE PHOTO ID PROOF (IN ORIGINAL) & ALL TESTIMONIALS (IN ORIGINAL) BEFORE 1 (ONE) HOUR OF STARTING OF INTERVIEW.

Date of Interview	Serial number
29/12/2025	33, 45, 54, 66, 76, 106, 108, 136, 141, 153, 96, 213, 236, 243, 249, 279, 285, 286
30/12/2025	297, 310, 313, 344, 382, 383, 392, 417, 428, 452

ICA/D- 1576/25

Nimmal Kuman
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
KHOWAI MUNICIPAL COUNCIL.

গোয়া মুক্তি দিবস আমাদের জাতীয় যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের স্মরণ করিয়ে দেয়: প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: গোয়া মুক্তি দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, এই দিনটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক নির্ধারক অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি সেইসব বীর মানুষদের অদম্য সাহস ও আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন, যারা অন্যায়কে মেনে নিতে অস্বীকার করে সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন।

শুক্রবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "গোয়া মুক্তি দিবস আমাদের জাতীয় যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা সেইসব মানুষের অদম্য চেতনাকে স্মরণ করি, যারা অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে সাহস ও দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁদের আত্মত্যাগ আজও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়, যখন আমরা গোয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি।"উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালের এই দিনেই গোয়া পর্তুগিজ শাসন থেকে মুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত সরকার একাধিকবার কূটনৈতিক পথে পর্তুগালকে শান্তিপূর্ণভাবে গোয়া হস্তান্তরের অনুরোধ জানায়। তবে পর্তুগাল সমস্ত আলোচনা প্রত্যাখ্যান করে গোয়াকে তাদের বিদেশি প্রদেশ হিসেবেই দাবি করতে থাকে। এর ফলেই গোয়া মুক্তি আন্দোলন আরও তীব্র হয় এবং স্থানীয় নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে।

১৯৪৬ সালে ড. রাম মনোহর লোহিয়া এবং ড. জুলিয়াও মেনেজেসের মতো নেতারা প্রকাশ্যে পর্তুগিজ বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেন। তাঁদের সাহসী পদক্ষেপ গোয়াবাসীর মধ্যে ব্যাপক প্রতিরোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে নতুন গতি দেয়।

এরপর গোয়া জুড়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, ধর্মঘট এবং নাগরিক অবাধ্যতার কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়ে। পর্তুগিজ প্রশাসন এর জবাবে গ্রেপ্তার, সেন্সরশিপ ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দমননীতি চালায়। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী কারাবন্দি হন, আবার অনেককে আত্মগোপনে যেতে হয়। তীব্র দমন-পীড়নের মধ্যেও গোয়ার মানুষের প্রতিরোধের মনোবল ভাঙেনি।

টি. বি. কুনহাকে 'গোয়ান জাতীয়তাবাদের জনক' হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনিই প্রথম সংগঠিতভাবে পর্তুগিজ শাসনের অবসান ঘটানোর আন্দোলনের সূচনা করেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চলা ব্রিটিশবিরোধী গণআন্দোলনের সময় ফ্রান্সে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং গোয়া মুক্তির সংগ্রামে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন।

১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু গোয়া, দমন ও দিউ মুক্ত করার জন্য একটি চূড়ান্ত সামরিক অভিযানের অনুমোদন দেন।

ছত্তীসগঢ়ের বিজাপুরে নিরাপত্তা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ

রায়পুর/বিজাপুর, ১৯ ডিসেম্বর: ছত্তীসগঢ়ের বিজাপুর জেলার ভৈরমগড়—ইন্দ্রাবতী অঞ্চলের গভীর বনাঞ্চলে শুক্রবার নিরাপত্তা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। এই এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সশস্ত্র মাওবাদী ক্যাডারদের উপস্থিতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিজাপুর জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর একটি দল নকশাল-বিরোধী অভিযান শুরু করে। সেই অভিযানের সময়ই দুই পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই বেধে যায়।

শুক্রবার ভোর থেকে দফায় দফায় গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সংঘর্ষ এখনও চলছে।

এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ডিআরজি দল গভীর জঙ্গলের ভেতরে রয়েছে এবং অভিযান অব্যাহত আছে। পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। তবে দুর্গম ও সংবেদনশীল ভূপ্রকৃতির কারণে তল্লাশি ও কম্বিং অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত হতাহতের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়।

বিজাপুর জেলা নকশাল-বিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকা হিসেবে বিবেচিত। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এখানেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মাওবাদী নিকেশ হয়েছে।

কয়েক সপ্তাহ আগেই বাস্তার ডিভিশনের বিভিন্ন এলাকায় পৃথক সংঘর্ষে একাধিক মাওবাদী নিহত হয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ছত্তীসগঢ় জুড়ে এখনও পর্যন্ত ২৮০ জনের বেশি মাওবাদী নিকেশ হয়েছে। কেন্দ্রের লক্ষ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে দেশকে বামপন্থী চরমপন্থা মুক্ত করার পরিকল্পনার সঙ্গেই এই অভিযানগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।সংঘর্ষস্থলে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী পাঠানো হয়েছে এবং পুরো এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও বেসামরিক নাগরিকের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি ২০২৫ সালেই শুধুমাত্র বিজাপুর জেলায় ১৪৪ জন মাওবাদী নিকেশ হয়েছে। পাশাপাশি ৫০০-র বেশি মাওবাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং প্রায় ৫৬০ জন আত্মসমর্পণ করেছে।রাজ্য পুলিশ, ডিআরজি, সিআরপিএফ-এর কোবরা ইউনিট এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমন্বিত অভিযানের ফলে মাওবাদী সংগঠনের কাঠামো উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়েছে। গোয়েন্দা তথ্যের উন্নতি, সামনের সারিতে বাহিনী মোতায়েন এবং আত্মসমর্পণের প্রবণতা বৃদ্ধির ফলে নকশাল প্রভাবিত জেলার সংখ্যা কমছে বলে দাবি প্রশাসনের।

গণমাধ্যমে হামলার নিন্দা বিএনপির বাংলাদেশে সহিংসতা বৃদ্ধি

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) শুক্রবার গণমাধ্যম হাউস ও সাংবাদিকদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। দলটি এই হামলাগুলো চালানো ব্যক্তিদের "বাংলাদেশের শত্রু" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, দেশের জনগণ যখন নিহত ইনকিলাব মঞ্চার কথাবার্তা প্রতিনিধির মৃত্যুতে শোকাহত, ঠিক তখনই দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের উপর "লজ্জাজনক হামলা" চালানো হয়েছে। তিনি হামলার শিকারদের মধ্যে উল্লেখ করেন দ্য ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, নিউ এজ ও সম্পাদক নূরুল কবিরসহ অন্যান্য সাংবাদিকদের।

ফখরুল সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, এগুলো প্রমাণ করে, ক্রান্তিকাল তারা হাতছাড়া করতে চায় না। আজ তারা এই দুঃখজনক মুহূর্তটিকেই ধ্বংসযজ্ঞে রূপান্তর করেছে। আমি এই সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

তিনি মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকারের প্রতি দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

নিহতের খবর প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাংলাদেশে ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। রাজশাহী শহরে বুলডোজার ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ অফিস ধ্বংস করা হয়।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি) জানায়, 'হেজিমনির বিরুদ্ধে ছাত্ররা' শীর্ষক ব্যানারের অধীনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (আরইউসিএসইউ), ইসলামী ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির ও অন্যান্য সাধারণ ছাত্ররা প্রথমে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে জমায়েত হয়ে সন্ধ্যা ১১:৩০ নাগাদ শহরের কেন্দ্রে অভিযান চালায়।

অন্য একটি ঘটনায়, রাজধানীর উত্তরা এলাকায় প্রাক্তন আওয়ামী লীগ এমপির ভাইয়ের বাড়ি অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

উন্নতি ঘটেনি; ঢাকার ধানমণ্ডিতে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট-এর ভবনেও ভোরের সময় আগুন ধরে দেয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালেদা ইয়াসমিন জানান, "ঘটনাটি ভোর ২:১৫ মিনিটের সময় ঘটে।"

এর আগে বুধবার, ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করে বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে কড়া উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। দেশে ইউনূস নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকারের অধীনে সহিংসতার মাত্রা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হারে অবনতি হচ্ছে।

কংগ্রেসের অনাস্থা প্রস্তাব ব্যর্থ হবেই, দাবি হরিয়ানার মন্ত্রীর

চণ্ডীগড়, ১৯ ডিসেম্বর : হরিয়ানার পরিবহণমন্ত্রী অনিল বিজ শুক্রবার বলেছেন, কংগ্রেসের বলার মতো আর কিছু নেই এবং বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে তারা যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে, তা পরিষদে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে।

বৃহস্পতিবার বিধানসভার স্পিকার হরভিন্দর কল্যাণ বিধানসভার কার্যপ্রণালী ও ব্যবসা পরিচালনার নিয়মের ৬৫ নম্বর বিধির অধীনে কংগ্রেসের আনা অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের অধিকাংশ বিধায়কের স্বাক্ষরযুক্ত এই প্রস্তাবটি শুক্রবার আলোচনার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

সরকারের বিরুদ্ধে একটি "চার্জশিট" বলে এই প্রস্তাবকে বর্ণনা করে কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে সরকার সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। তাদের অভিযোগের মধ্যে রয়েছে "ভোট চুরি", আইনশৃঙ্খলার অবনতি, সিনিয়র আইপিএস আধিকারিক ওয়াই. পুরণ কুমারের আত্মহত্যা, নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম এবং বিশেষ করে ক্রীড়া পরিকাঠামোসহ সামগ্রিক অবকাঠামোর দুরবস্থা।

এদিকে, এমজিএনরেগার নাম পরিবর্তন নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের প্রতিবাদ কর্মসূচির হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অনিল বিজ বলেন, কংগ্রেস এখন কার্যত বেকার। সর্বত্র হেরে গিয়ে তাদের কর্মীদের ব্যস্ত রাখার জন্য কোনও না কোনও কর্মসূচি দিতে হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, নাম পরিবর্তন নিয়ে তাদের সমস্যা কী? আসল সমস্যা হল সেখানে ভগবান রামের নাম যুক্ত হয়েছে। কংগ্রেসের শুরু থেকেই ভগবান রামের সঙ্গে সমস্যা। যখন রামমন্দির তৈরি হচ্ছিল, তখনও তাদের সমস্যা ছিল; এখন মন্দির তৈরি হয়ে গেছে, তখনও সমস্যা; এখন ভক্তরা দর্শনে যাচ্ছেন, তাতেও সমস্যা। তাদের সমস্যা রাম এবং ভগবান রামকে নিয়েই।

অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ 'অপারেশন সিন্দুর'-এ একটি রাফাল বিমানও নাকি ব্যবহার হয়নিএই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন অনিল বিজ।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 16 /PNIeT/EE/PWD (G)/(R&B)/GNT/2025-26, Dt. 18–12–2025.

The Executive Engineer, Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD / CPWD / MES / Railway for the following work through e-procurement portal:

1. Name of Work: FDR/Urgent construction of RCC Retaining wall on Ambassa-Gonda Twisa road to Kashorai para road (Length- 15.00 km)/SH- Retaining wall, Back filling etc. portion from 5.00 km to 10.00 km.
DNIET No.: 40 /DNIT/SE-V/AMB/2025-26
Estimated Cost: Rs. 1, 43, 88, 764.00
Earnest Money: Rs. 2, 87, 775.00
Bid Fee: Rs. 4000.00
Time for Completion: 45 (Forty-Five) Days

2. Name of Work: Periodical maintenance of road from Dangabari to Kupcherra road end (L - 6.00 km) under Gonda Twisa Sub-Division, PWD(R&B) during the year 2025-26/SH- Patch WBM-3, Carpeting, sand seal coating etc.
DNIET No.: 41 /DNIT/SE-V/AMB/2025-26
Estimated Cost: Rs. 1, 45, 19, 756.00
Earnest Money: Rs. 2, 90, 395.00
Bid Fee: Rs. 4000.00
Time for Completion: 120 (One Hundred Twenty) Days

Last date & time for online Bidding: 26-12-2025 up to 1500 Hrs.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in.
ICA/C-3510/25

(Er. Indraft Debbarma) Executive Engineer
Gonda Twisa Division, PWD (G)
Gonda Twisa, Dhalai District

OFICE OF THE PRINCIPAL INCHARGE
KARBOOK ENGLISH MEDIUM MODEL H.S SCHOOL
KARBOOK, GOMATI, TRIPURA (CBSE AFFILIATED) EMAIL ADDRESS kbkemmschool2017@gmail.com
CONTACT NO 7005481356/03821295121
NO.F.1.(24)/KEMMHSS/VIDYAJYOTI/22/1013
DATED, BAIDYABARI, 27th November, 2025
NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are here by invited from the Bonafide Proprietors/ Vendors of Tripura having valid license for procuring the following items listed below in Annexure

Annexure

Sl No.	Name of Items (Brand)	Quantity
1	CCTV(IP camera)	16
2	Football jersey	45
3	Socks	45
4	Football shoes	45
5	Shin Guard	45
6	Football (Cosco)	5
6	Smart TV (40 inch)	1

Terms & Conditions:
1. The last date of receiving quotation is up to 1:00 pm of 31th December, 2025.
2. Further information related to terms and conditions of quotation has been provided in the school notice board.
ICA/C-8515/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 13/EE/DWS/DIVN/KCP/2025-26

The Executive Engineer, DWS Division Kanchanpur, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 53/EE/DWS/KCP/2025-26.	Rs 8,98,651.20	Rs. 17,973.00	365 Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 54/EE/DWS/KCP/2025-26.	Rs.8,65,679.00	Rs. 17,314.00	365 Days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 55/EE/DWS/KCP/2025-26.	Rs.8,35,041.00	Rs.16,701.00	180 Days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 56/EE/DWS/KCP/2025-26	Rs.8,02,260.00	Rs.16,045.00	365 days	
5	DNIe-T No: 57/EE/DWS/KCP/2025-26	Rs.9,34,946.09	Rs.18,699.00	60 days	
6	DNIe-T No: 58/EE/DWS/KCP/2025-26	Rs.8,99,774.50	Rs.17,995.00	365 days	

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 24-12-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 24-12-2025 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee: Rs. 1,000.00 [Non refundable]
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-8523/25

Executive Engineer
DWS Division kanchanpur, North Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE-JRN/PWD/2025-26 Dated: 16-12-2025

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites percentage rate e-tenders online for the works below:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	TENDER FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of Semi-Permanent Vehicle Parking Shed at IDTR, Jirania DNIe-T No: 29/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2025-26	Rs.37,68,611.00	Rs.75,372.00	120(One Hundred Twenty) Days	Rs. 1000.00	Up to15.00 Hrs on 23-12-2025	At 15.30 Hrs on 23-12-2025	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of RCC Retaining wall along the south-east boundary of IDTR, Jirania. DNIe-T No: 29/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2025-26	Rs.59,42,908.00	Rs.1,18,858.00	90(Ninety) Days	Rs. 4000.00				

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 17-12-2025 to 23-12-2025 and last date of downloading and submission of bid is 23-12-2025 upto 3.00 pm.
Submission of Tenders physically is not permitted.
ICA/C-8519/25

For and on behalf of the Governor fTripura
Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B) Jirania, West Tripura

মথা সমর্থকদের উদ্যোগে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

কাজের সন্ধান

স্টেট ব্যাঙ্কে ৯৯৬ জন স্পেশালিস্ট অফিসার অনলাইনে আবেদনের ভিত্তিতে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বা এসবিআই-তে স্পেশালিস্ট অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিসিএম পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে ৯৯৬ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৫-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ৪২-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিকপ্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৯৯৬-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৭২টি, এসটি'র জন্য ৮৪টি, ওবিসি'র জন্য ২৬১টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ৯৪টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৮৫টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৬৫টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন, বয়সের উর্ধ্বসীমা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, এঁদের ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। এমবিএ/ পিজিডিসিএম পাশদেরও রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। অনলাইনে পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই কেবলমাত্র ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে অনলাইন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্ত্বে মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ এসসিও/ ২০২৫-২৬/১৭। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। * রেল মন্ত্রকের লোকোমেটিভে **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্‌ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্ত্বের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষদের অধীনে **অফিসার, করণিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট-এর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট ক্যাডার অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিসিএম পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪১১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল টেকনিক্যাল মন্ত্রকে বিশেষ করে রাইটস-এ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক (সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, আই টি) ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইটারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **ডিফেন্স সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৪৫১টি, যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৯-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে, তারিখ ১২ এপ্রিল।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে **এনডিএ, এনএ-ওয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এবারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য, বয়স ঃ ১৬.৫-১৯.৫ বছর, অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, ১২ এপ্রিলে লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে।

* ত্রিপুরায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও নিগমে **এমপিএস, কুক, ডিটিপি অপারেটর, প্রজেক্ট অফিসার, একাউন্ট্যান্ট, ইনস্ট্রাক্টার, ফিনান্স অফিসার, রিসোর্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ১১ জানুয়ারি, কলকাতা সহ ১০টি বড় শহরে, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় পুলিশে **কনস্টেবল জি.ডি.** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫,৪৮৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ পরবর্তী সময়ে কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা ডিআরডিও-তে **সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৬৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **পেটেন্ট এগজামিনার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউ.পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জানুয়ারি, লিখিত/কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ক্রেডিট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৫-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা আর.বি.আই-তে **এক্সপার্টস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক, লোকোমেটিভ),**
শূন্যপদ ঃ ২২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ডিসেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার, করণিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেন্দ্রীয় পর্ষদ),**
শূন্যপদ ঃ ১২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ডিসেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট-এর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট ক্যাডার অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৯৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিসিএম পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২০-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪১১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (রেল টেকনিক্যাল),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক (সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, আই টি) ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইটারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডিফেন্স সার্ভিস (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৪৫১টি,
যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৯-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে, তারিখ ১২ এপ্রিল।

* পদের নাম ঃ **এনডিএ, এনএ-ওয়ান (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এবারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য,
বয়স ঃ ১৬.৫-১৯.৫ বছর,
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
১২ এপ্রিলে লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে।

* পদের নাম ঃ **এমপিএস, কুক, ডিটিপি অপারেটর, প্রজেক্ট অফিসার, একাউন্ট্যান্ট, ইনস্ট্রাক্টার, ফিনান্স অফিসার, রিসোর্ট ম্যানেজার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ১১ জানুয়ারি, কলকাতা সহ ১০টি বড় শহরে, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল জি.ডি. (কেন্দ্রীয় পুলিশ),**
শূন্যপদ ঃ ২৫,৪৮৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ পরবর্তী সময়ে কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট, টেকনেশিয়ান (ডি.আর.ডি.ও),**
শূন্যপদ ঃ ৭৬৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **পেটেন্ট এগজামিনার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউ.পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জানুয়ারি,
লিখিত/কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ক্রেডিট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সপার্টস (আর.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৯৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে ৪,১১৬ জন এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেল মন্ত্রকে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০টি হলেও নর্দার্ণ রেলওয়ে বা উত্তর রেলে ৪,১১৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা নর্দার্ণ রেলওয়ে বা উত্তর রেল-এর লখনৌ, আমবালা, দিল্লি, ফিরোজপুর ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বিশেষ করে নর্দার্ণ রেলওয়ে বা উত্তর রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৪-১২-২০২৫-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -আরআরসি/ এনআর/ ০৫/ ২০২৫/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস। তারিখ ১৮ নভেম্বর, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — লখনৌ ক্লাস্টারে বিশেষ করে লখনৌ ডিভিশনে মোট আসন ৪২২টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২১২টি, ওবিসি'র জন্য ১১৪টি, এসসি'র জন্য ৬৩টি, এসটি'র জন্য ৩৩টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৭টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৩টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। লখনৌ ব্রীজ ওয়ার্কশপে মোট আসন ৪৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৯টি, ওবিসি'র জন্য ৮টি, এসসি'র জন্য ৬টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। লখনৌ ক্যারেজ ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৭৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৮৯টি, ওবিসি'র জন্য ১০১টি, এসসি'র জন্য ৫৬টি, এসটি'র জন্য ২৮টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৫টি শারীরিকপ্রতিবন্ধী এবং ১৫টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। রোলিং স্টক ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৩৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬৮টি, ওবিসি'র জন্য ৯০টি, এসসি'র জন্য ৫০টি, এসটি'র জন্য ২৫টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১২টি শারীরিকপ্রতিবন্ধী এবং ৯টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ক্যারেজ ইলেকট্রিকেল ওয়ার্কশপে মোট আসন ২২৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১১৩টি, ওবিসি'র জন্য ৬১টি, এসসি'র জন্য ৩৪টি, এসটি'র জন্য ১৭টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৬টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। আমবালা ডিভিশনে মোট আসন ৪৯৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৫১টি, ওবিসি'র জন্য ১৩১টি, এসসি'র জন্য ৭৬টি, এসটি'র জন্য ৩৬টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৯টি শারীরিকপ্রতিবন্ধী এবং ১৫টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। দিল্লি ডিভিশনে মোট আসন ৬৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩২টি, ওবিসি'র জন্য ১৬টি, এসসি'র জন্য ১০টি, এসটি'র জন্য ৫টি আসন সংরক্ষিত। অন্যান্য ডিভিশন, ওয়ার্কশপ, ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

আগরতলায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক ছেলে-মেয়েদের ৩৯৪ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ডিগ্রি কোর্স পড়ানো সহ প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে চাকরির জন্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ বা এবার পরীক্ষা দেবে এমন ৩৯৪ জন ছেলে-মেয়ে নেওয়া হবে। শূন্যপদের সংখ্যা আর্মি বা সেনাবাহিনীতে ২০৮, নৌবাহিনীতে ৪২, বিমানবাহিনীতে ১২০, ন্যাভাল অ্যাকাডেমির এক্সিকিউটিভ ব্র্যাঞ্চে ২৪। প্রার্থিবাছাইয়ের জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা (ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ন্যাভাল অ্যাকাডেমি এগজামিনেশন (ওয়ান), ২০২৬) নেবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষা হবে ১২ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে। ট্রেনিং শুরু ২০২৭-এর ১ জানুয়ারি থেকে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর ১৫৭ তম কোর্সে এবং ন্যাভাল অ্যাকাডেমির ১১৯ তম কোর্সে।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ বা এবার পরীক্ষা দেবেন এমন অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য, পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিত নিয়ে পড়াশুনো হলে বিমানবাহিনীতে বা ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে বা ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির ন্যাভাল উইং-এ ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯-এর মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ০১-০৭-২০০৭ থেকে ০১-০৭-২০১০-এর মধ্যে। এই ধরনের ট্রেনিংয়ের উপযোগী নির্ধারিত মানের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সক্ষমতাও থাকা দরকার।

লিখিত পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের, দুই বিষয়ে —(১) ম্যাথমেটিক্স, ৩০০ নম্বরের (কোড ০১), (২) জেনারেল এবিলিটি টেস্ট , ৬০০ নম্বরের (কোড০২)। দুটি বিষয়ই আড়াই ঘন্টা করে। ম্যাথমেটিক্স পেপারে থাকবে পাটিগণিত, ভেক্টর বীজগণিত, দ্বিমাত্রিক-ত্রিমাত্রিক বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতি, পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি কলনবিদ্যা (তন্ত্রকলন, সমাকলন ও ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন, রাশিবিদ্যা ও সম্ভাব্যতা। জেনারেল এবিলিটি টেস্টে থাকবে ২০০ নম্বরের ইংরিজি গ্র্যামার-কম্পোজিশন আর ৪০০ নম্বরের জেনারেল নলেজ (প্রশ্ন হবে পদার্থবিদ্যা বিষয়ে ২৫, রসায়ন ১৫, সাধারণ বিজ্ঞান ১০, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সহ ইতিহাস ২০, ভূগোল ২০, চলতি ঘটনাপ্রবাহ ১০ শতাংশ হিসেবে)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র হবে আগরতলা (কোড নং-৪৫)। এছাড়া, পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরীক্ষা কেন্দ্র হবে কলকাতা (কোড ০৬), ইম্ফল (৪৪), আইজল (৪৭), দিসপুর (০৯), গ্যাংটক (৪২), ইটানগর (৪৮), জোরহাট (৪৬), কোহিমা (৪৩), পাটনা (১৫), পোর্টব্লেয়ার (৩৭), রাঁচি (৪১), সম্বলপুর (৫৩), শিলং (১৬), কটক (০৭)। সাধারণ প্রার্থীরা কমিউনিটি কোড ০৪, তফশিলি জাতির প্রার্থীরা কোড নম্বর ০১, তঃউঃ জাঃ প্রার্থীরা ০২, ওবিসিরা কোড নম্বর ০৩ ও সাধারণ প্রার্থীরা ০৪ উল্লেখ করবেন। লিখিত পরীক্ষার সফল হলে অ্যাকাডেমিগুলির প্রাসঙ্গিক শারীরিক ও অন্যান্য পরীক্ষাও হবে।

লিখিত পরীক্ষার সফল প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। তাতে থাকবে বুদ্ধিমত্তা (লেখা-ছবি দুরকমই) ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন, গ্রুপ প্ল্যানিং, আউটডোর গ্রুপ টাস্ক, প্রদত্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা। ইন্টারভিউ হবে ২০২৭-র জুলাইয়ের শেষ দিকে অথবা আগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। ইন্টাভিউয়ে ডাক পেলে সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যিমিকের সার্টিফিকেট ও মার্কশিট-এর অরিজিনাল নিয়ে যাবেন। এয়ার ফোর্সের ক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ও পাইলট অ্যাপ্টি টিউড টেস্টও আছে। ট্রেনিংয়ের খরচ বহন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার (বই, পোশাক, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ইত্যাদি ধরে)। তবে ভর্তি হলে প্রথমে হাতখরচ ও প্রাসঙ্গিক খরচ হিসাবে কিছু টাকা জমা দিতে হবে, তা আবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরতও পাওয়া যাবে এসবের জন্য সরকারি আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর হলে, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যের ও প্রতিষ্ঠানের কিছু স্কলারশিপও আছে।

নির্বাচিত হলে ৩ বছরের ট্রেনিং, তারমধ্যে প্রায় আড়াই বছর হবে সব শাখার একসঙ্গে। ৩ বছরের কোর্স সম্পূর্ণ হলে বিএ/বিএসি/বিএসসি (কম্পিউটার)/বিটেক ডিগ্রির সমতূল্য ডিগ্রি দেবেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়।

আইএমএ এবং ওটিএ ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে মাসে ৫৬,১০০ টাকা।

এরপর নিয়োগ অনুযায়ী র‍্যাঙ্ক/পদ মাফিক মাইনে দেওয়া হবে। লেফেটন্যান্ট থেকে মেজর পর্যন্ত পদের ক্ষেত্রে মূলমাইনে লেভেল ১০ ও ১১ অনুযায়ী ৫৬,১০০ - ১,৭৭,৫০০ টাকা, লেফটন্যান্ট কর্নেল থেকে মেজর জেনারেল পর্যন্ত পদের মূল মাইনে লেভেল ১২এ থেকে ১৪ অনুযায়ী ১,২১,২০০ - ২,১৮,২০০ টাকা। এছাড়াও, রয়েছে নানান বিশেষ ভাতা ও সামরিক সুযোগ -সুবিধা।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে (সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত)। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত করার আগে নিজের একটি স্থায়ী ইমেল আইডি তৈরি রাখবেন, নামের বানান ও অন্যান্য তথ্যের দিক থেকে পূরণ নিখুঁত করার জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রও হাতে কাছে নিয়ে বসবেন। দরখাস্তের নির্ধারিত ফি দিতে পারেন চালান ডাউনলোড করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও অ্যাসেশিয়েট ব্যাঙ্কের শাখায় নগদে। অনলাইনেও স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা দিতে পারেন, অথবা ভিসা। মাস্টার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে দেওয়া যায়। বিস্তারিত নির্দেশ সাইটে পাবেন। তফশিলিদের কোনও ফি দিতে হবে না। তবে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ, ফটো, সিগনেচার স্ক্যানিং, ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করার খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যত্ন করে টুকে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জমা পড়েছে বলে সমর্থিত হবে তবেই দরখাস্ত পাকাপাকিভাবে গ্রাহ্য হবে। তখন রেজিস্টার্ড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে রাখবেন। যাঁদের দরখাস্তের কনফার্মের দেখা যাবে না তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে দরখাস্তের শেষ তারিখের ২ সপ্তাহের মধ্যে এবং তাঁদের ইমেলে ব্যাক্তিগত ভাবেও জানিয়ে বলা হবে টাকা জমার প্রমাণ ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে। দরখাস্তের সঙ্গে কোনও প্রমাণপত্রাদি দাখিল করতে হবে না সাক্ষাৎকারের সময় ওসব লাগবে। এই পরীক্ষার সিলেবাস ও আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নং ইউ পি এস সি ০৩/২০২৬. এনডিএ - ওয়ান প্রকাশের তারিখ ৩০-১২-২০২৫। দরখাস্ত করতে কোনওরকম সমস্যা হলে কাজের দিনগুলিতে বেলা ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে ফোন করতে পারেন ইউপিএসসি'র নির্দিষ্ট নম্বরে।

শুক্রবার আগরতলায় বাম ছাত্র সংগঠনের পক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ; লোকসভার উৎপাদনশীলতা ১১১ শতাংশ, রাজ্যসভার ১২১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : শুক্রবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন সমাপ্ত হল। কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ থাকলেও সামগ্রিকভাবে এই অধিবেশনকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও আইন পাশ হয়েছে।

১৫টি বৈঠকের পর ১৮তম লোকসভাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি (সিনে ডাই) ঘোষণা করেন স্পিকার ওম বিড়লা। অধিবেশনের শেষ দিনে স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই ঘোষণা করা হয়। নিজের ভাষণে স্পিকার বলেন, "সব সদস্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন। বহু ক্ষেত্রে গভীর রাত পর্যন্ত সংসদের কাজ চলেছে।" তিনি জানান, এই সহযোগিতার মনোভাবের কারণেই গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিষয় নিয়ে অর্থবহ আলোচনা সম্ভব হয়েছে।

স্পিকার ওম বিড়লা জানান, লোকসভার উৎপাদনশীলতা ছিল ১১১ শতাংশ, যা সময়ের দক্ষ ব্যবহার এবং গঠনমূলক বিতর্কের প্রতিফলন।

এই অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, ২০২৫', যা এমজিএনরেগার পরিবর্তে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বাড়িয়ে ১২৫ দিন করেছে। পাশাপাশি 'সাসটেইনেবল হারনেসিং অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার এনার্জি ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া (শান্তি) বিল, ২০২৫' পাশ হয়েছে, যার লক্ষ্য বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদন বাড়ানো।

এছাড়াও সম্পূরক অনুদানের দাবি, বায়ু দূষণ এবং বিমা আইনের সংশোধনী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা দেরি রাত পর্যন্ত সংসদের কাজ চালিয়ে যান।

অধিবেশন শেষ হয়েছে সাফল্যের বার্তা নিয়ে। আগামী অধিবেশন ২০২৬ সালের শুরুতে বাজেট অধিবেশনে বসার সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের অংশ হিসেবে রাজ্যসভার ২৬৯তম অধিবেশনও শুক্রবার অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ও উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি ছিল রাজ্যসভায় তাঁর প্রথম অধিবেশন।

চেয়ারম্যান রাধাকৃষ্ণন অধিবেশনটিকে "অত্যন্ত ফলপ্রসূ" বলে উল্লেখ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সংসদের নেতা জে. পি. নাড্ডা, বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সব সদস্যকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

তিনি জানান, এই অধিবেশনে প্রতিদিন গড়ে ৮৪টিরও বেশি জিরো আওয়ার নোটিস জমা পড়েছে, যা আগের দুই অধিবেশনের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি। জিরো আওয়ারে প্রতিদিন গড়ে ১৫টির বেশি বিষয় উত্থাপিত হয়েছে, যা প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

রাজ্যসভা পাঁচদিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতি ছাড়াই বা দেরি পর্যন্ত বসে প্রায় ৯২ ঘণ্টা কাজ করেছে। এর উৎপাদনশীলতা ছিল ১২১ শতাংশ।

উল্লেখযোগ্য আলোচনার মধ্যে ছিল 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দু'দিনের বিশেষ বিতর্ক, যেখানে ৮২ জন সদস্য অংশ নেন, এবং তিনদিনব্যাপী নির্বাচন সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা, যেখানে ৫৭ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন।

এই অধিবেশনে রাজ্যসভায় মোট আটটি বিল পাশ হয়েছে, যার মধ্যে জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন, ২০২৪ অন্যতম। এছাড়াও রেকর্ড সংখ্যক ৫৯টি বেসরকারি সদস্যের বিল উত্থাপিত হয়েছে।

চেয়ারম্যান রাধাকৃষ্ণন সংসদ সদস্যদের গণতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে দায়িত্বশীল ভূমিকার প্রশংসা করে ভবিষ্যতেও গঠনমূলক বিতর্ক অব্যাহত থাকার আশা প্রকাশ করেন।

জি র‍্যাম জি বিল পাশের প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে তৃণমূলের ১২ ঘণ্টার ধর্না

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, যা জি র‍্যাম জি বিল নামে পরিচিত, যেভাবে সংসদের দুই কক্ষে পাশ করানো হয়েছে তার প্রতিবাদে সংসদ ভবন চত্বরে ১২ ঘণ্টার ধর্নায় বসেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা।

বুধবার গভীর রাত প্রায় ১টা থেকে পুরনো সংসদ ভবনের মূল গেটের সামনে এই ধর্না শুরু হয়, যা বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত চলার কথা। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই তড়িঘড়ি করে বিলটি পাশ করানো হয়েছে, যা সংসদীয় রীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। ধর্নাস্থল থেকে সংবাদমাধ্যমকে তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, এটি একটি ১২ ঘণ্টার ধর্না কর্মসূচি। আমরা মধ্যরাতে শুরু করেছি এবং দুপুরে শেষ করব। এই কালো আইন, ভিক্সিত ভারত জি র‍্যাম জি বিল, যেভাবে আনা হয়েছে তা এমজিএনরেগাকে দুর্বল করে এবং মহাত্মা গান্ধীর উত্তরাধিকারকে অসম্মান করে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মোদি সরকার সংসদে কোনও যথাযথ বিতর্ক ছাড়াই একের পর এক বিল জোর করে পাশ করাচ্ছে।

"এই সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরাধিকারকেও অপমান করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর এটি এক গুরুতর আঘাত," বলেন সাগরিকা ঘোষ।

তৃণমূল সাংসদ ডোলা সেনও একই সুরে বলেন, মহাত্মা গান্ধীর নামে চালু হওয়া এমজিএনরেগা প্রকল্প, যা প্রান্তিক মানুষকে বছরে ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দিয়েছিল, তা আজ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থাকা শাসকদলের সদস্যরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কোনও সম্মান দেখাচ্ছেন না।

ডোলা সেন আরও অভিযোগ করেন, শাসক দল মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে মহিমান্বিত করছে এবং সরকার চলছে মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় মানসিকতায়। এই কারণেই বিরোধীরা ওয়াকআউট করতে বাধ্য হয়েছেন বলে তিনি জানান।

তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিলের কড়া সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই আইন এমজিএনরেগার ১০০ দিনের কাজের সাংবিধানিক নিশ্চয়তাকে কার্যত দুর্বল করে দিচ্ছে।তিনি বলেন, বিলে ১২৫ দিনের কাজের কথা বলা হলেও, আসলে কতজন এই কাজ পাবেন তা ঠিক করবে কেন্দ্র। আগে এমজিএনরেগার প্রায় ৯০ শতাংশ অর্থ দিত কেন্দ্র সরকার। এখন তা কমে ৬০ শতাংশ করা হয়েছে, বাকি টাকা রাজ্যগুলিকে বহন করতে হবে। এতে এমজিএনরেগার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

উল্লেখ্য, উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই বৃহস্পতিবার লোকসভায় কণ্ঠভোটে ভিক্সিত ভারত — গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, ২০২৫ পাশ হয়। এই বিলের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (এমজিএনরেগা) বাতিল করে নতুন কাঠামো চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে বছরে ১২৫ দিনের মজুরিভিত্তিক কাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

বিরোধীদের বিস্তারিত আলোচনা ও সংসদীয় পরীক্ষার দাবি উপেক্ষা করেই বিলটি পাশ করানো হয়। এরপর সংসদ মুলতবি করে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। সংসদে হট্টগোলের মধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বিলটির পক্ষে সওয়াল করেন, যা নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে তীব্র বিতর্ক দেখা দেয়।

জি র‍্যাম জি বিল পাশের প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে তৃণমূলের ১২ ঘণ্টার ধর্না

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বিকশিত ভারত — গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, যা জি র‍্যাম জি বিল নামে পরিচিত, যেভাবে সংসদের দুই কক্ষে পাশ করানো হয়েছে তার প্রতিবাদে সংসদ ভবন চত্বরে ১২ ঘণ্টার ধর্নায় বসেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা।

বুধবার গভীর রাত প্রায় ১টা থেকে পুরনো সংসদ ভবনের মূল গেটের সামনে এই ধর্না শুরু হয়, যা বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত চলার কথা। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই তড়িঘড়ি করে বিলটি পাশ করানো হয়েছে, যা সংসদীয় রীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। ধর্নাস্থল থেকে সংবাদমাধ্যমকে তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, এটি একটি ১২ ঘণ্টার ধর্না কর্মসূচি। আমরা মধ্যরাতে শুরু করেছি এবং দুপুরে শেষ করব। এই কালো আইন, ভিক্সিত ভারত জি র‍্যাম জি বিল, যেভাবে আনা হয়েছে তা এমজিএনরেগাকে দুর্বল করে এবং মহাত্মা গান্ধীর উত্তরাধিকারকে অসম্মান করে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, মোদি সরকার সংসদে কোনও যথাযথ বিতর্ক ছাড়াই একের পর এক বিল জোর করে পাশ করাচ্ছে। "এই সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরাধিকারকেও অপমান করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর এটি এক গুরুতর আঘাত," বলেন সাগরিকা ঘোষ।

সব ধরণের পরিস্থিতির

● প্রথম পাতার পর

সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার তথা দিল্লিকে পাঠানো হয়েছে। যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার মোকাবিলায় ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। সীমান্ত ও বর্ডার এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বক্ষণ কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তিগত দিক থেকে ভারত অনেক এগিয়ে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে সীমান্তে অতিরিক্ত মানব পাহারার প্রয়োজন এখন অনেকাংশেই কমেছে। ড্রোন ও উন্নত নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভাব্য শত্রু কার্যকলাপ প্রতিহত করা সম্ভব বলে জানান তিনি।

রেল লাইনে মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহিলার পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তাঁর পোশাক ও অবস্থান দেখে অনুমান করা হচ্ছে, তিনি একজন ভবঘুরে ছিলেন।

এই কারণে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি ৭২ ঘণ্টার জন্য হাসপাতালের হিমঘরে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।৭২ ঘণ্টার মধ্যে কেউ পরিচয় দাবি না করলে, মহকুমা শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি ব্যাবস্থাপনায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে, বলে জানিয়েছে পুলিশ।এই ঘটনায় রেলপথ সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ও নজরদারির ঘাটতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি আবারও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলসমাজের প্রান্তিক মানুষদের নিরাপত্তা ও পরিচয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা কতটা জরুরি। প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে এই দায়িত্বে।

কৃষকদের কল্যাণে

● প্রথম পাতার পর

আমাদের রাজ্য সরকার কৃষিকে গুরুত্ব দিচ্ছি। দক্ষিণ জেলা কৃষিতে ভালো করছে। সরকারি কর্মচারীরা হরতাল করেন, কিন্তু কৃষক কখনও হরতাল করেন না। যদি কৃষক হরতাল করতেন, মানুষ খাবার ছাড়া হত। কৃষকই দেবতা। প্রায় ৪.৭২ লাখ ত্রিপুরার কৃষক রাজ্যের মানুষদের খাদ্য সরবরাহ করছেন। আমরা চাই কৃষকের উন্নয়ন হোক, আর কৃষকের সুবিধা দেওয়ার সময় আমরা কোনো রাজনৈতিক রঙ দেখি না। পূর্বে কৃষকরা মঞ্চে স্থান পেতেন না, এখন আমরা তাদের সেই স্থান দিচ্ছি। কৃষক ও কৃষিই আমাদের ভিত্তি। মন্ত্রী আরও জানান পূর্ববর্তী সরকারের শেষ সাত বছরে ফসল বীমা যোজনার আওতায় ৪,৯২২ জন কৃষক ১.৭০ কোটি টাকার সুবিধা পেয়েছিলেন, তবে ২০১৮ সালের পর থেকে প্রায় ১.২৩ লাখ কৃষক ১০.৬০ কোটি টাকার সুবিধা পেয়েছেন। পূর্বে কোনো কে ভি কে ছিল না, এখন ৩৬টি কে ভি কে স্থাপন করা হয়েছে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ব্যবসায়ীর

● প্রথম পাতার পর

পেছন দিক থেকে আসা আরেকটি গাড়ির চাকার নিচে চাপা পড়েন তিনি। ঘটনায় রাস্তাতেই গুরুতরভাবে গাড়ির নিচে পিষে যান তিনি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয়দের তৎপরতায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনায় জড়িত দুটি গাড়ির মধ্যে একটি গাড়িকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। অন্য গাড়িটির খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দাম্পত্য কলহে আত্মঘাতী বধূ

● প্রথম পাতার পর

অশোক, সমাপ্তির বাবা মা তাকে কিছুটা বকাঝকা করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। তবে কিছুক্ষণ পর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে বলে জানান অশোক পাল।

এরপর অশোক পাল টিউশনে বেরিয়ে যান। যাওয়ার আগে তাকে সমাপ্তি কিছু খাবার নিয়ে আসার কথাও বলেন বলে জানিয়েছেন স্বামী। কিছু সময় পর অশোকের মা ফোন করে জানান, সমাপ্তি বাথরুমে গিয়েছেন, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে বাথরুমের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সমাপ্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে হাপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ১১ মাসের শিশুকে রেখে এক তরুণী বধূর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবার ও প্রতিবেশীরা গভীরভাবে মর্মাহত।

ময়মনসিংহে সংখ্যালঘু

● প্রথম পাতার পর

মরদেহ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা দায়ের হয়নি। রিপন মিয়া বলেন, নিহতের স্বজনদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। মামলা দায়ের হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বক্সনগর সীমান্ত এলাকা

● প্রথম পাতার পর

সুপার বিজয় দেববর্মা, বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন আয়োজকেরা।

এরপর স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ জেসওয়াল। তিনি সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন দপ্তরের কার্যকলাপ ও সীমান্ত এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। পরে দুটি মনোজ্ঞ উপজাতি নৃত্য পরিবেশিত হয়, যা অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। স্থানীয় বিধায়ক তফাজ্জল হোসেনও এলাকার পরিস্থিতি ও উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

এরপর রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, কাঁটাতারবিহীন সীমান্ত এলাকা এবং সীমান্তবর্তী জনগণের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি জানতেই তিনি বক্সনগরে এসেছেন। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে কতটা পৌঁছেছে, তা খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন যাতে সরকারি সুযোগ—সুবিধা দ্রুত ও সঠিকভাবে উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সভা শেষে রাজ্যপাল বক্সনগর বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিক ও জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করে সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

ইন্দো-বাংলা সীমান্ত

● প্রথম পাতার পর

মুহুরী চর এলাকা-সহ আন্তর্জাতিক কাঁটাতারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিদর্শন করেন। সীমান্ত এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি, নজরদারি ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি (ইস্টার্ন কমান্ড), লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এস পেনধারকার (স্পেশাল কমান্ডার), মেজর জেনারেল সুরেশ ভামবু (আইজি) এবং ব্রিগেডিয়ার মনীষ রানা (কমান্ডার, ২১ সেক্টর এআর)।

সফর চলাকালীন সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা বিএসএফ-এর ঊর্ধতন কর্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন। সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধ, নিরাপত্তা আরও জোরদার করা, গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান এবং যেকোনো আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং কিছু জেহাদি সংগঠনের ভারতবিরোধী বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেই কারণেই পরিস্থিতি সরাসরি খতিয়ে দেখতে এই উচ্চপর্যায়ের সফর অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সেনাবাহিনী, বিএসএফ এবং রাজ্য প্রশাসন সমন্বিতভাবে কাজ করছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়। এই সফরের মাধ্যমে ইন্দো-বাংলা সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অবস্থা প্রশ্নের মুখে, নির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

উসকানিমূলক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যোগ করেন সিক্রি।

জামায়াতে ইসলামী সদস্য ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় দ্রুত ভারতের দোষ চাপানোর চেষ্টা প্রসঙ্গে সিক্রি বলেন, ঘটনার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, কোনো তদন্ত ছাড়াই ভারতের দিকে আঙ্গুল তোলা হয়েছে।

সিক্রি পুনরায় ভারতের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশকে মুক্ত, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি জানান, ভারত এই অবস্থান বাংলাদেশের হাই কমিশনারের কাছে জানিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বৈধ নির্বাচন ও সঠিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভাবে, বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ করবে না।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে এবং সেখানে শাসন, বৈধতা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

ছায়ানটের কাজের

● প্রথম পাতার পর

সংযোগ ও সরঞ্জামও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ছায়ানট একটি স্বেচ্ছাসেবী ও স্বনির্ভর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ছায়ানট কোনো সরকার, বিদেশি সংস্থা বা কর্পোরেট অনুদান গ্রহণ করে না। সুতরাং, ছায়ানট আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে এই ক্ষতিপূরণ করবে। সঙ্গীত এবং শিশুদের সাধারণ শিক্ষায় এই সাময়িক বিঘ্নের দ্রুত প্রতিকার করতে বদ্ধপরিকর।

ছায়ানটের কাজের ক্ষেত্র রাজনীতি নয়, সঙ্গীতসংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে বাঙালী জাতিসত্তাকে ধারণ করে ছায়ানট। ছায়ানট সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সমাজ গড়তে প্রয়াসী। আমরা ওসমান হাদির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে গভীরভাবে শোকাহত। কিন্তু ওই সূত্র ধরে ছায়ানট-সংস্কৃতি ভবনে কেন হামলা সংঘটিত হলো তা মোটেই বোধগম্য নয়। হয়তো, পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছে সংস্কৃতি চর্চার বিরোধী গোষ্ঠী।

ছায়ানট এই উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ অনানুষ্ঠানিক সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীরা দেশে ও বিদেশে সমাদৃত। বাংলা গানের চর্চা বিস্তৃতির পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে ছায়ানটের ভূমিকাও সারা বিশ্বে স্বীকৃত। তাই ছায়ানট সংস্কৃতি- ভবনে এই নিন্দনীয় হামলা মাতৃভূমি সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে পারে বিশ্বে।

প্রতিক্রিয়ায় ছায়ানট আরও বলেছে, দেশ ও বিদেশ থেকে অগনিত শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা জানিয়েছেন, তাঁদের সকলের কাছে ছায়ানট কৃতজ্ঞ। বাঙালির আবহমান সঙ্গীতসংস্কৃতির সাধনা ও প্রসারের ছায়ানট তার স্থির প্রত্যয় যাত্রায় অবিচল থাকবে।

জ্বলছে বাংলাদেশ

● প্রথম পাতার পর

ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের আশপাশে বিক্ষোভকারীরা মশাল জ্বালিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পৃথক এক ঘটনায় সাবেক চট্টগ্রাম মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর বাসভবনে হামলা চালানো হয়। তাঁর ছেলে, শেখ হাসিনা সরকারের শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের বাড়িও লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয় বলে অভিযোগ। চট্টগ্রামে অবস্থিত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের কার্যালয়ের কাছে সহিংসতায় পুলিশসহ অন্তত চারজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে খুলশী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, কট্টরপন্থী সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর প্রতিবাদে এই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং অফিস প্রাঙ্গণে ভাঙচুর চালায়।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজ জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া শুরু হয়। সংঘর্ষে আহতদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুইজন পুলিশ সদস্য রয়েছেন।

এদিকে, চট্টগ্রামে পৃথক আরেকটি ঘটনায় হাদির মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীরা সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর চশমাহিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান জানান, প্রায় ২০০ বিক্ষোভকারী সলশহর ও ২ নম্বর গেট এলাকায় জড়ো হয়ে মিছিল শুরু করে। পরে তারা মেয়র গলির দিকে অগ্রসর হয়ে মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের বাড়ির ভেতরে থাকা একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মোটরসাইকেলটি সাবেক চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীর মালিকানাধীন ছিল। তিনি বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

এদিন প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় দুটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ওপর এই হামলা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর হামলার শামিল। এই ঘটনা দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পথে এক বিরাট বাধা সৃষ্টি করেছে। সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে 'পূর্ণ ন্যায়বিচারের' আশ্বাস দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এক শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নতুন বাংলাদেশে এ ধরনের সহিংসতার কোনো স্থান নেই। এই নৃশংস অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

শুক্রবার উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি.পি রাধাকৃষ্ণাণ-র সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করেন সাংসদ তথা ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী রিসা পরিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং বাঁশ ও বেতের তৈরি মা দুর্গার প্রতিকৃতি উপহার স্বরূপ উপরাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেন।

কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকায় বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লীর উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ ডিসেম্বর:বহু প্রতিক্ষিত কৈলাসহর পুর পরিসদ এলাকায় উদ্বোধন হয়েছে বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লীর। মন্ত্রী টিংকু রায়ের হাত ধরে কৈলাসহর পুর পরিসদের সতেরো নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এই বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লীর উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী টিংকু রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়, কৈলাসহরের মহকুমাশাসক বিপুল দাস, ঊনকোটি জেলা পরিসদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলা পরিসদের সদস্য বিমল কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী রথিন্দ্র চৌধুরী, পুর পরিসদের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার হেমন্ত ধর সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৈলাসহর পুর পরিসদের সতেরো নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সিকিম সিনহা। অনুস্টানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায় বলেন যে, বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লী নির্মাণে প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এই বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লী সতেরো নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় নির্মাণ না করার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে।

এমনকি পুর পরিসদের অফিস থেকে এই বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লীর কাগজ পত্র সহ পুরো ফাইল চুরি হয়ে গিয়েছিলো। বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লীর নির্মানের কাজ চলাকালীন কয়েকবার জিনিসপত্র চুরি করা হয়েছিলো। এতকিছুর পরও পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অবশেষে বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কৈলাসহর পুর পরিসদ এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংঘটনের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে দাবী করা হয়েছিলো যে, কৈলাসহর পুর পরিসদ এলাকায় বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লী স্থাপন করার জন্য। অবশেষে কৈলাসহরবাসীর স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন যে, বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লীর নির্মাণ কাজ শেষ করে উদ্বোধন হওয়ায় শহরবাসীর উপকার হবে এটা যেমন ঠিক, তেমনিভাবে বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লীর চারপাশে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মান করতে হবে এবং মানুষের বসার জন্য শেড খুব শীঘ্রই নির্মান করা হলে বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লীতে যারা আসবেন তাদের সুবিধা হবে। কৈলাসহর পুর পরিসদের পক্ষ থেকে বৈদ্যুতিক পরিবেশবান্ধব শ্মশান চুল্লীর উদ্বোধন হওয়ার খবর সামাজিক মাধ্যমে চাউর হতেই গোটা কৈলাসহরের শহরবাসীরা সাধুবাদ জানান চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়কে।

হায়দ্রাবাদে পিএসসি চেয়ারপার্সনদের সম্মেলনে সিভিল সার্ভিস নিয়োগে সততা ও নৈতিকতার ওপর জোর রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

হায়দ্রাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ দেশজুড়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনগুলিকে সুযোগের সমতার পাশাপাশি ফলাফলের সমতা অর্জনের লক্ষ্যেও কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারপার্সনদের জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সিভিল সার্ভিস নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সততা ও নৈতিকতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে ইউপিএসসি এবং রাজ্য পিএসসিগুলিকে।

রাষ্ট্রপতি স্মরণ করিয়ে দেন, ভারতের সংবিধান প্রণেতারা সরকারি পরিষেবা এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের জন্য সংবিধানে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় উৎসর্গ করেছিলেন, যা এই প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। তিনি বলেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার এবং মর্যাদা ও সুযোগের সমতার যে সাংবিধানিক আদর্শ, তা পিএসসিগুলির কার্যপ্রণালীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শান্তিরবাজার ফায়ার সার্ভিস কার্যালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ ডিসেম্বর: রক্তদান মহৎ দানরক্তের কোনও বিকল্প নেই। নিজেদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের পাশাপাশি মানবিকতার নজির গড়ে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এলেন দমকল বাহিনীর কর্মীরা। গোমতী ও দক্ষিণ জেলার দমকল বাহিনীর উদ্যোগে শুক্রবার শান্তির বাজার ফায়ার সার্ভিসের কার্য়ালয়ে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধার করে চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া, অগ্নিনির্বাপণের মাধ্যমে মানুষের জান-মালের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রক্তের সংকট মেটাতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দমকল বাহিনী। এই ধরনের মানবিক কর্মসূচি আয়োজনের জন্য দমকল কর্মীদের বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান উপস্থিত সকলে। শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা বরাবরই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে থাকেন এবং এদিনও তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে রক্তদানে অংশ নেন।

ফায়ার সার্ভিস দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোধন করা হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, ফায়ার সার্ভিস দপ্তরের ডিরেক্টর উত্তম মণ্ডল, শান্তির বাজার পুর পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, শান্তির বাজার মহকুমা শাসক সঞ্জীব চাকমা, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সর্বদা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান। আজ তাঁরা নিজেদের শরীরের একবিন্দু রক্ত দান করে আবারও মানবসেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য দমকল বাহিনীর কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

মন্ত্রী আরও বলেন, অর্থের বিনিময়ে রক্ত কেনা সম্ভব নয়। তাই স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ধরনের উদ্যোগ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে বলেই তিনি আশাবাদ প্রকাশ করেন।

লোকসভায় নতুন শক্তির ইঙ্গিত দিচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

অভিজিৎ রায় চৌধুরী, নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর: লোকসভায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রার অভিষেক বর্তমান সংসদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। ওয়ানাডের কংগ্রেস সাংসদ হিসেবে সংসদে পা রাখার পর থেকেই তিনি নিজেকে একজন সক্রিয় ও দায়িত্বশীল আইনপ্রণেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

৫২ বছর বয়সি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রার উপস্থিতি কংগ্রেস ও বৃহত্তর বিরোধী শিবিরে নতুন উদ্দীপনা এনে দিয়েছে। দলের সহকর্মীদের মতে, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সময়ে তাঁর সংসদে প্রবেশ দলীয় মনোবল বাড়িয়েছে। মাত্র চারটি সংসদ অধিবেশনেই তিনি একাধিক ইস্যুতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যা প্রমাণ করে যে তিনি প্রতীকী ভূমিকায় সীমাবদ্ধ থাকতে চান না।

সংসদে তাঁর প্রথম বড় উদ্যোগ ছিল বিধি ১৯৩ অনুযায়ী একটি প্রস্তাব, যেখানে জাতীয় রাজধানীতে ভয়াবহ বায়ুদূষণ নিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হয়। সরকার এই বিষয়ে আলোচনায় সম্মত হলেও ১৮ ডিসেম্বর লোকসভা মুলতবি হয়ে যাওয়ায় তা আর অনুষ্ঠিত হয়নি। তবুও সংসদীয় মহলের মতে, এই পদক্ষেপ জনজীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে তাঁর মনোযোগের পরিচয় বহন করে।

চারটি অধিবেশনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর উপস্থিতির হার ৯০ শতাংশেরও বেশি, যা তাঁকে একজন দায়িত্বশীল ও সংসদের নিয়ম-কানুন শিখতে আগ্রহী সাংসদ হিসেবে তুলে ধরেছে।

উল্লেখ্য, তিনি ২০২৪ সালের ২৩ নভেম্বর ওয়ানাড উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে লোকসভায় প্রবেশ করেন। তাঁর ভাই এবং বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ওই আসন ছেড়ে দেওয়ায় এই উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছিল। ইউনিয়ন বাজেট থেকে শুরু করে অপারেশন সিন্দুর সংক্রান্ত আলোচনা পর্যন্ত, হিন্দিতে দেওয়া তাঁর বক্তৃতাযার মধ্যে ছিল তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বার্তা ও দেশাত্মবোধক স্লোগানসংসদে স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সংসদে এক নতুন, আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় কণ্ঠস্বরের আগমনের ইঙ্গিত দিচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দ্বিতীয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল সামিট অন ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গ্লোবাল সামিট অন ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এই উপলক্ষে তিনি সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ খাতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা করবেন। এর মধ্যে রয়েছে 'মাই আয়ুষ ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস পোর্টাল', যা আয়ুষ খাতের জন্য একটি সমন্বিত ডিজিটাল মাস্টার পোর্টাল। পাশাপাশি তিনি উন্মোচন করবেন 'আয়ুষ মার্ক', যা আয়ুষ পণ্য ও পরিষেবার গুণগত মান নির্ধারণে একটি বৈশ্বিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডব্লিউএইচও-এর একটি প্রযুক্তিগত প্রতিবেদন এবং 'ফ্রম রুটস টু গ্লোবাল রিচ: ১১ ইয়ার্স অব ট্রান্সফরমেশন ইন আয়ুষ' শীর্ষক বই প্রকাশ করবেন। এছাড়াও তিনি অশ্বগন্ধা বিষয়ক একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন, যা ভারতের ঐতিহ্যবাহী ভেষজ চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতার প্রতীক।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের জন্য যোগব্যায়ামের প্রসার ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রীর যোগ পুরস্কার প্রাপকদের সম্মানিত করবেন। এই পুরস্কার যোগব্যায়ামকে ভারসাম্য, সুস্থতা ও সামগ্রিক কল্যাণের এক চিরন্তন অনুশীলন হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে, যা একটি সুস্থ ও শক্তিশালী নতুন ভারতের লক্ষ্যে অবদান রাখে।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন ডিসকভারি স্পেস পরিদর্শন করবেন। এই প্রদর্শনীতে ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা জ্ঞানব্যবস্থার বৈচিত্র্য, গভীরতা ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আয়ুষ মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে এই শীর্ষ সম্মেলনটি ১৭ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনের মূল থিম ভারসাম্য পুনরুদ্ধার: স্বাস্থ্য ও কল্যাণের বিজ্ঞান ও অনুশীলন।

সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতা, নীতিনির্ধারক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসা অনুশীলনকারী, আদিবাসী জ্ঞানধারার প্রতিনিধিরা এবং নাগরিক সমাজের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা সমানাধিকারভিত্তিক, টেকসই ও প্রমাণনির্ভর স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার শহিদ বিপ্লবীদের স্মরণে আগরতলায় ডিওয়াইএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক লড়াইয়ে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় শহিদ হওয়া বিপ্লবী নেতা শহিদ আশফাকুল্লা খান, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ি, রামপ্রসাদ বিসমিল ও ঠাকুর রোশন সিংএই চার মহান শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাল ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই)-এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।

শুক্রবার আগরতলার মেলার মাঠে অবস্থিত সংগঠনের কার্যালয়ে এক স্মরণসভা ও শ্রদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শহিদদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁদের আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করা হয়।

ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি নবারুণ দেব বলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য এই বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ আজও যুবসমাজকে অনুপ্রেরণা জোগায়। তিনি আরো বলেন, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার যে আদর্শ শহিদরা রেখে গিয়েছেন, তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে পথপ্রদর্শক। তাঁদের স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ধারণ করেই আগামী দিনে গণতন্ত্র ও সাম্যের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান সংগঠনের নেতৃত্ব।

নদীভাঙ্গন রোধের কাজে অনিয়মের অভিযোগ, নিম্নমানের বোল্ডার তৈরিতে ক্ষোভ এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: নদীভাঙন রোধের নামে সরকারি অর্থের অপচয় ও চরম অনিয়মের অভিযোগ উঠল গোলাঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বুড়িমা নদীর পাড় ভাঙন রোধের জন্য ইট, সিমেন্ট ও বালির সংমিশ্রণে বোল্ডার তৈরির কাজ চলছে। তবে কাজের মান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে, যা দফতরের কর্মীর বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ।

জানা গেছে, নদীভাঙন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট এক ঠিকাদারকে কাজের বরাত দিয়েছে। কাজের গুণমান যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের একজন কর্মচারীকেও নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, সেই দফতরের কর্মীর চোখের সামনেই দিনের আলোয় চলছে অনিয়ম। ইট ও সিমেন্ট ব্যবহার না করে প্রায় শুধুমাত্র বালু দিয়েই বোল্ডার তৈরি করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে ঠিকাদার সরকারি টাকা হাতানোর চেষ্টা করছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

এই অনিয়মের ছবি ও দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেছে গোলাঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বুড়িমা নদীর তীরে। অভিযোগ অনুযায়ী, ঠিকাদার নিজের পকেট ভারী করতে অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, আর দফতরের কর্মী কার্যত অসহায় দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। এ বিষয়ে দফতরের ওই কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, তাঁর কথা কেউ শুনছে না। প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ না করেই ঠিকাদার নিজের ইচ্ছেমতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, আগরতলা থেকে বরাতপ্রাপ্ত এক ঠিকাদার এই কাজ পরিচালনা করছেন। তিনি প্রায়শই প্রভাবশালী নেতাদের নাম ভাঙিয়ে এলাকাবাসীদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এই নিম্নমানের কাজের ফলে যেকোনো সময় বুড়িমা নদীর ভাঙনে আশপাশের এলাকা, মানুষের বসতবাড়ি ও সম্পত্তি নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে অবিলম্বে নিম্নমানের কাজ বন্ধ করা এবং পুরো বিষয়টির উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি উঠেছে।

পোল্ট্রি হ্যাচারি স্থানান্তরের প্রতিবাদে সাবরুম—আগরতলা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ, তীব্র যানজট

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: পোল্ট্রি হ্যাচারি জালেফা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সাবরুম—আগরতলা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয়রা। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধে এখনো পর্যন্ত অবরোধকারীরা রাস্তা ছাড়েননি।

এর ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। অফিস সময় হওয়ায় স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী ও অফিসগামী কর্মচারীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বহু যানবাহন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে পড়ায় সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।

খবর পেয়ে প্রশাসনের পক্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যা সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস পেয়ে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা।

কমলপুরে ইটভাটার দুর্ঘটনার প্রতিবাদে শ্রম কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন, পাঁচ দফা দাবি পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: কমলপুর মহকুমার অপরেশকর এলাকার এবিসি ইটভাট্টায় চিমনি ভেঙে পাঁচ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ও তিন শ্রমিকের আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ইটভাট্টা শ্রমিক ইউনিয়ন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাজ্যের শ্রম কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করে সংগঠনটি।

১৯ ডিসেম্বর রাজ্যের শ্রম কমিশনার বিশ্বজিৎ পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ত্রিপুরা ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির একটি প্রতিনিধি দল। কমলপুরের এবিসি ইটভাট্টায় সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে পাঁচ দফা দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি জমা দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ত্রিপুরা ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তপন দাস। তার সঙ্গে ছিলেন নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক নির্মল রায়, শ্রমিক নেতা প্রদীপ দে, গৌতম দাস, মান্না ভট্টাচার্য্য-সহ মোট ছয়জন প্রতিনিধি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দুর্ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিহত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদানের জোরালো দাবি জানানো হয়।

ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ জানান, ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধে ইটভাটাগুলিতে নিরাপত্তা বিধি কঠোরভাবে কার্যকর করা জরুরি। প্রশাসনের তরফে দ্রুত ও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ারও ইঙ্গিত দেন তাঁরা।

রেন্টার্স কলোনিতে ত্রিপুরা স্মল ইন্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে সেলাই মেশিন ও সার্টিফিকেট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: আজ রেন্টার্স কলোনিতে ত্রিপুরা স্মল ইন্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে সেলাই মেশিন ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। শুক্রবার দক্ষিণেশ্বরী মিলনায়তন কালীবাড়ি, রেন্টার্স কলোনি পুর নিগমের ওয়ার্ড নং- ৪২এ এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে দক্ষ এমএমডিইউপি প্রার্থীদের সেলাই মেশিন সার্টিফিকেট ও নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়।এদিনের এই অনুষ্ঠানে মোট ১০০ জন এমএমডিইউপি প্রার্থীদের সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা।

বিলোনীয়া বৈদ্য টিলা সিত আনন্দ মার্গ সিনিয়র বেসিক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ শে ডিসেম্বর: বিলোনীয়া বৈদ্য টিলা সিত আনন্দ মার্গ সিনিয়র বেসিক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।শুক্রবার বিলোনীয়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল আটটা প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, এছাড়া এইদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন সঞ্জিব দাস, ইনচার্জ বৈদ্যর টিলা আনন্দমার্গ সিনিয়র বেসিক স্কুল, গোবিন্দ মজুমদার, প্রিন্সিপাল, পাইখোলা আনন্দমার্গ প্রাইমারী স্কুল, গদাধর বৈদ্য, চেয়ারম্যান বৈদ্যর টিলা আনন্দমার্গ সিনিয়র বেসিক স্কুল, গৌরী শঙ্কর নন্দী, ভক্তি প্রধান আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ, আইসিভি কলেজ অধ্যাক্ষ মনোরঞ্জন দাস, বিএমসি চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, পুর পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন লেখা পড়ার পাশাপাশি সমান প্রাধান্য দিয়ে অভিবাবক তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হয়েছেন। ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ছেলে মেয়েদের মধ্যে তৈরী হয় সে মানসিকতা তার যেন বড় হয়ে উঠতে পারে সে ভাবধারায় চলছে আনন্দ মার্গ স্কুল গুলো।বিলোনিয়ার নাগরিকদের সহযোগিতায় স্কুল চলছে।আলোচনার পর স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে পরিবেশিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা।বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কে কেন্দ্র করে অভিভাবক দের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

কৈলাশহরে নিক্ষয় মিত্র উদ্যোগে যক্ষা রোগীদের ফুড বাস্কেট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ ডিসেম্বর: টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে নিক্ষয় মিত্র উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কৈলাশহরের শ্রীরামপুরস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ ভবনে যক্ষা রোগীদের মধ্যে ফুড বাস্কেট বিতরণ করা হয়। জেলা যক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে চন্ডিপুর বিধানসভা এলাকার যক্ষা রোগী, আশা কর্মী, পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, যুগ্ম পরিচালক ডা. নুপুর দেববর্মা, জেলা যক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের প্রতিনিধি ডা. সুভাষ বড়ুয়া, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সম্পা দাস পাল, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয় এবং পরে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে কর্মসূচির শুভ সূচনা করা হয়। জেলা যক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের পক্ষ থেকে মন্ত্রী টিংকু রায়কে বিশেষভাবে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে দপ্তরের তরফে মোট ২৭ জন যক্ষা রোগীর হাতে ফুড বাস্কেট তুলে দেওয়া হয়। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, যক্ষা নির্মূলে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়মিত চিকিৎসা ও পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। নিক্ষয় মিত্র কর্মসূচির মাধ্যমে যক্ষা রোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যকে টিবি মুক্ত করার লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

ধর্মনগরে খাস জমি উচ্ছেদ, নোটিশ ছাড়াই ভাঙা হলো ছ'টি বাড়ি

ধর্মনগর, ১৯ ডিসেম্বর: ধর্মনগর ৫৬ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পদ্মপুর মহাদেববাড়ি ২০ নম্বর ওয়ার্ডে শুক্রবার দুপুরে আচমকা উচ্ছেদ অভিযান চালাল ধর্মনগর পুর পরিষদ। বিশাল পুলিশবাহিনী, মহিলা পুলিশ, ডোজার ও পুর পরিষদের কর্মীদের উপস্থিতিতে খাস তথা সরকারি জমিতে দীর্ঘদিন বসবাসকারী ছ'টি পরিবারের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়।

উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির দাবি, তারা প্রায় ১২ বছর ধরে ওই জমিতে বসবাস করে আসছেন। এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগও ছিল তাদের। ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ, সম্প্রতি তারা উত্তর জেলার বর্তমান জেলা শাসকের কাছে গেলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে বাড়িঘর ভাঙা হবে না। কিন্তু কোনও আগাম নোটিশ বা লিখিত নির্দেশ ছাড়াই শুক্রবার তাদের বাড়ি ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মহকুমা শাসকের দপ্তরের দুই ডেপুটি কালেক্টরজিনিয়াস দেববর্মা ও প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য। তবে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্ন সত্ত্বেও তাঁরা কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

উচ্ছেদ অভিযানের সময় হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী থাকল এলাকা। চোখের সামনে ভেঙে পড়ল নিজেদের আশ্রয়। কান্নায় ভেঙে পড়েন বহু মহিলা। ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলা থেকে শুরু করে কোলে তিনদিনের শিশুকে নিয়ে বসে থাকা মায়েদের অসহায় চিত্র সামনে আসে।

উল্লেখ্য, এলাকায় সরকারের পক্ষ থেকে একটি শিলান্যাস ফলক রয়েছে, যেখানে ১০০ শয্যার মহিলা হোস্টেল নির্মাণের কথা উল্লেখ আছে। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের আধিকারিক আবিদ হোসেন জানান, বারবার ওই এলাকায় এসে কাজ শুরু করার চেষ্টা করা হলেও সেখানে বসবাসকারীরা তাদের কাজে বাধা দিচ্ছিল। সেই কারণে বিষয়টি জানিয়ে ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কাছে একটি পিটিশন জমা দেওয়া হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই আজ পুর পরিষদের পক্ষ থেকে উচ্ছেদ ও ভাঙার কাজ চালানো হয়েছে।

অজানা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যু, ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: অজানা রোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তির মৃতদেহ নিজ বাড়ি থেকে উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম নিত্যলাল পাল। তিনি গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার নকুল চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিত্যলাল পাল দীর্ঘদিন ধরে একটি অজানা রোগে ভুগছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসার পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তবে শুক্রবার সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়ালেও তার বাড়ি থেকে কোনও সাড়া-শব্দ না পাওয়ায় প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়।

প্রতিবেশীরা দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করলেও ঘরের ভেতর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। দেখা যায়, বাড়ির গেট ও ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বিষয়টি দ্রুত আমতলী থানায় জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় বাড়ির গেট ও দরজার তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। সেখানে ঘরের এক পরিত্যক্ত কোণে নিত্য লাল পালের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

প্রাথমিকভাবে স্থানীয়দের মধ্যে আত্মহত্যার আশঙ্কা তৈরি হলেও মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। এলাকাবাসীরা আরও জানান, প্রায় তিন বছর ধরে ওই এলাকায় বাড়ি করে নিত্য লাল পাল একাই বসবাস করছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়-স্বজন কোথায় থাকেন, সে সম্পর্কে কেউ কোনও তথ্য দিতে পারেননি।

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাঁপানিয়া হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। পাশাপাশি মৃতের পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান পাওয়া গেলে তাদের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হবে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোক ও কৌতূহলের আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

াঙ্গন

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : বোলারদের ব্যর্থতায় প্রথম ইনিংসে লিড হাতছাড়া হচ্ছে ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসে লিড হারাতে চলেছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ গুজরাট। খেলা কর্নাটকের শিমোগায়। বিসিসিআই আয়োজিত বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি এলিট এ গ্রুপের খেলায় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিভ নিতে চলেছে গুজরাট। হাতে উইকেট আরও আটটি বর্তমান। ইতোমধ্যে প্রথম ইনিংসে লিড নিতে হলে গুজরাটের আর মাত্র ৬১ রানের প্রয়োজন। খেলা অবশিষ্ট পুরো একদিনের। আগামীকাল শনিবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে গুজরাট প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে নেবে বলে ধারণা।

তবে এটা সৌভাগ্যের যে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরা দুই শতাধিক রান সংগ্রহ করে ম্যাচটাকে ড্র-য়ের দিকে ধাবিত করে এক পয়েন্ট প্রাপ্তির প্রত্যাশা করছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ম্যাচের প্রথম দিনে ত্রিপুরা ৯০ ওভার খেলে ৪ উইকেটে ১৭৫ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, দ্বিতীয় দিনে আরও ৪১.৫ ওভার খেলে অবশিষ্ট ৬ উইকেট হারিয়ে ৬৬ রান যোগ করে ২৪১ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়।

জবাবে গুজরাট ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪৬ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে দুই উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান সংগ্রহ করে নেয়। গুজরাট এই মুহূর্তে ৬০ রানে পিছিয়ে রয়েছে। গুজরাটের ব্যাটার্সদের মধ্যে দীপাংশু গুপ্ত ব্যক্তিগত ৮৫ রানে উইকেটে রয়েছেন। সঙ্গে ভানস শাহ ১৮ নিয়ে। তবে ওপেনার সৌর্য্য প্রজাপতির একত্রিশ রান এবং আরব কোঠারীর ৫০ রান উল্লেখ করার মতো। ত্রিপুরার ইনিংসে রাজদীপ দেবনাথ এর ৯২ রান যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। বোলিংয়ে গুজরাটের স্বপন প্যাটেল ও ভানস শাহ তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল। ত্রিপুরার বোলার তুহিন দেবনাথ ও দীপাঞ্জন দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে।

‘গম্ভীর ভারতের কোচ হতে পারে না’ কলকাতায় এসে স্পষ্ট জানালেন কপিল দেব

দেশের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক তিনি। কিন্তু নিজের ঘরে নিজের একটাও ছবি নেই কপিল দেব নিখাঞ্জের। প্লেয়াররা কোনও কীর্তি-গরিমার শরিক হলে, সেই ছবি তাঁরা সাধারণত নিজেদের ঘরে রাখতে পছন্দ করেন। কিন্তু কপিল বরাবরই ব্যতিক্রমী চরিত্র, এক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। বৃহস্পতিবার শহরে এক অনুষ্ঠানে এসে তিরাশির বিশ্বজয়ী অধিনায়ক বলছিলেন, ‘‘আমি আসলে বর্তমানে বাঁচতে চাই। আমার ঘরে নিজের একটাও ছবি নেই। আমার ঘরে মিতালি বা অন্যান্য কারও ছবি রাখতেই পারি। অনেকের বাড়ি গিয়ে দেখি, ঘরভর্তি তার নিজের ছবি। তাদের বলি, আর কবে তোমরা পরিণত হবে?’’

ঠিক যেমন কপিল মানতে চান না, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রিকেট কোচ বলে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে বলে।

সম্প্রতি ভারতীয় টিমের কোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক চলছে। কপিলের কাছে সেই গম্ভীর মোটেও কোচ নন, ম্যানেজার। বলছিলেন, ‘‘কোচ কথাটা ক্রিকেটে এখন খুব চালু হয়েছে। যেমন গৌতম গম্ভীরকে বলা হচ্ছে, ভারতের কোচ। কিন্তু ও কী করে কোচ হয়? গম্ভীর আসলে টিমটা ম্যানেজ করছে। একজন লেগস্পিনারকে কী কোচিং করাবে গম্ভীর।

স্কুল পর্যায় পর্যন্ত কোচিং চলে। কিন্তু তার পরে নয়।’’

বৃহস্পতিবার শহরে কপিলের সঙ্গে এসেছিলেন মিতালি রাজও। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক এখনও বিভোর হরমনপ্রীত কৌরদের বিশ্বজয় নিয়ে। অনুষ্ঠানে তিনি বারবার বলছিলেন যে, বিশ্বজয়ের সেই মায়াবী রাত তাঁর পক্ষে ভোলা কিছুতে সম্ভব নয়। ‘‘এর আগে আমরা একাধিকবার বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছিলাম। দেখতাম, ইংল্যান্ড কিংবা অস্ট্রেলিয়া ট্রফি নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকিয়ে থাকতাম কাপের দিকে। শেষ পর্যন্ত আমাদের টিমের নাম খোদাই করা হল কাপের গায়ে,’’ বলতে থাকেন মিতালি। পাশ থেকে তখন কপিল বলে ওঠেন, ‘‘আমাদের সময় আবার ক্রিকেটে অর্থ ছিল না। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শ্যাম্পেন আনিয়েছিলাম আমরা। পরে খেয়াল হল, শ্যাম্পেন তো এসেছে। কিন্তু এর অর্থ মেটাবে কে? কারণ তখন সফরের শেষ, অর্থও শেষ। ধরেই নিয়েছিলাম, বাসন মাজতে হবে। কিন্তু একজন সহাদয় ব্যক্তি এসে শ্যাম্পেনের বিল মিটিয়ে দিয়েছিলেন।’’

‘মিথ্যে’ বলে ৬ কোটি দাম বাড়িয়েছেন! অজি তারকার বিরুদ্ধে বোর্ডের কাছে অভিযোগ প্রীতির দলের

আইপিএল শুরুর আগেই এক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে বোর্ডের দ্বারস্থ এক ফ্র্যাঞ্চাইজি। অভিযোগ, ‘মিথ্যে’ বলে নিজের দাম অন্তত ৬ কোটি টাকা বাড়িয়ে নিয়েছেন ওই ক্রিকেটার। গোটা বিষয়টি নিয়ে বোর্ডের কাছে অভিযোগ জানাতে চলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি।

অভিযোগের কেন্দ্রে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার জস ইংলিস। তিনি গত মরশুমে খেলেছিলেন পাঞ্জাব কিংসের হয়ে। ম্যানেজমেন্ট সন্তুষ্ট ছিল ইংলিসের পারফরম্যান্সে। তাঁকে রিটেন করার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রেয়স আইয়ারের দল। কিন্তু রিটেনশন তালিকা প্রকাশের মাত্র ৪৫ মিনিট আগে ইংলিস জানান, ২০২৬ সালে তাঁর বিয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। তাই আইপিএলের অনেকটা সময়ই খেলতে পারবেন না। এ কথা জানতে পেরে ইংলিসকে ছেড়ে দেয় পাঞ্জাব ম্যানেজমেন্ট।

কিন্তু নিলামের সময়ে দেখা যায় একেবারে অন্য ছবি। ইংলিসকে কেনার জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত ৮.৬০ কোটি টাকায় ইংলিসকে কিনে নেয় লখনউ। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় অন্তত ৬ কোটি টাকা বেশি পাবেন ইংলিস। অজি তারকা বিরাট দাম পেতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পাঞ্জাবের অন্যতম মালিক নেস ওয়াদিয়া। তাঁর কথায়, ‘‘জস জানত ওকে আমরা রিটেন করার কথা ভাবছি। তারপরেও যেভাবে ৪৫ মিনিট আগে ফোন করে ও নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, সেটা একেবারেই পেশাদারদের মতো আচরণ নয়।’’

জস কতদিন আইপিএল খেলবেন, সেই তথ্য পাঞ্জাব ম্যানেজমেন্টের কাছে গোপন করে যাওয়া হয়েছে বলেই মত ক্রিকেটমহলের। কারণ হায়দরাবাদ এবং লখনউ-দুই দলের ম্যানেজমেন্টেই রয়েছেন অজি তারকারা।

তাঁরা সম্ভবত জানতেন, জসকে কতদিনের জন্য পাওয়া যাবে। সেকারণেই নিলামে জসের জন্য ঝাঁপিয়েছিলেন তাঁরা। শোনা যাচ্ছে, বিরাট দাম পাওয়ার পরে বিয়ের ছুটিতেও কাটছাঁট করতে চলেছেন ইংলিস। তাহলে আগেই কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন না অজি তারকা? এই প্রশ্ন তুলে বোর্ডের কাছে অভিযোগ জানাবে পাঞ্জাভ ম্যানেজমেন্ট।

মেসির শোয়ে কালো টাকা! শতদ্রুর বাড়িতে তল্লাশি যুবভারতীতে ভাঙচুরের ঘটনায় বাড়ল গ্রেপ্তারি

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভাঙচুরের অভিযোগে আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর পুলিশ। গত শনিবার লিওনেল মেসির সফরকে ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল যুবভারতী। চেয়ার ভেঙে, গোলপোস্ট ছিড়ে রীতিমতো তাণ্ডব চালায় আমজনতা। ঘটনার পর দু’দফায় ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ভাঙচুরের অভিযোগে। এবার সেই ঘটনায় গ্রেপ্তারির সংখ্যা আরও বাড়ল। একই সঙ্গে শুক্রবার মেসির অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তর বাড়িতেও হানা দিল পুলিশ।

জানা গিয়েছে, রণক্ষেত্র হয়ে ওঠা যুবভারতীর নানা ছবি এবং ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই তিনজনকে। ধৃতদের নাম রাজু দাস ওরফে গোপাল দাস, সৌম্যদীপ দাস ওরফে পাপ্পু এবং তন্ময় দে ওরফে দুষ্টু। বিধাননগর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লেকটাউন এবং নাগেরবাজার থেকে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের জেরা করে যুবভারতীতে ভাঙচুরের অনেক তথ্য মিলবে বলেই আশাবাদী পুলিশ। যুবভারতী ভাঙচুরে মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা পৌঁছল ৯-এ।

বিধাননগর পুলিশের পাশাপাশি যুবভারতীতে তাণ্ডব নিয়ে তদন্ত করছে সিটও। সূত্রের খবর, রণক্ষেত্র হয়ে ওঠা যুবভারতীর একাধিক ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল। কেবল ভাঙচুর নয়, যুবভারতী থেকে বহু জিনিস বাড়িতে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে শনিবার মাঠে থাকা দর্শকদের। তাদেরও ধরপাকড়ের পথে হাঁটছে সিট, এমনটাই জানা গিয়েছে সূত্র মারফত। তবে সিটের তরফ থেকে সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি এখনও পর্যন্ত।

পাশাপাশি শুক্রবার শতদ্রুর রিষড়ার বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ।

বিধাননগর দক্ষিণ থানার মহিলা পুলিশ-সহ পাঁচজন আধিকারিক রিষড়া থানার সহযোগিতায় পৌঁছে যায় শতদ্রুর বাড়িতে। তিনতলা বাড়িতে সুইমিং পুল, ফুটবল মাঠ আছে। কিন্তু এদিন একমাত্র পরিচারিকা ছাড়া কেউ বাড়িতে ছিলেন না।

তাঁর সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি বিলাসবহুল বাড়ির ঘরে ঘরে তল্লাশি হয়। মেসির শোয়ে কালো টাকা ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে সন্দেহ তদন্তকারীদের। তবে শতদ্রুর কোনও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়নি এখনও পর্যন্ত।

ধোনি-পন্থ নন, দ্রাবিড়ের ছেঁটে ফেলা বাঙালি ঋদ্ধিমানকেই সেরা উইকেটকিপার বাছলেন রোহিত

ক্রিকেটজীবনে তিনি মহেন্দ্র সিংহ ধোনি এবং ঋষভ পন্থের সঙ্গেই বেশির ভাগ সময় খেলেছেন। তবে এঁদের কেউই নয়, তাঁর দেখা সেরা উইকেটকিপার হিসাবে রোহিত শর্মা উল্লেখ করেছেন এক বাঙালির নাম। তিনি ঋদ্ধিমান সাহা। রোহিতের মতে, ঋদ্ধিমানের মতো ভাল উইকেটকিপার তিনি দেখেননি। নিখুঁত উইকেটকিপিংয়ের দক্ষতা রয়েছে তাঁর।

সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল রয়েছে। সেখানে ঋদ্ধিমানের কাঁধে হাত দিয়ে রোহিতকে কিছু কথা বলতে শোনা গিয়েছে। রোহিত বলেছেন, ‘‘আমরা প্রচুর টেস্ট খেলেছি একসঙ্গে। ওর পাশেই স্লিপে দাঁড়াতাম। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ক্যাচও নিয়েছে। ঋদ্ধিমান নিজেও অনেক ক্যাচ নিয়েছে। তবে ওর মতো উইকেটকিপার কখনও দেখিনি।’’

রোহিতের সংযোজন, ‘‘ও-ই ভারতের সেরা উইকেটকিপার। এটা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। আমার কথায় কিছু বদলে যাবে না। কিন্তু আপনি যদি আমাদের টেস্ট ক্রিকেট খেলতে দেখেন তা হলে বুঝে যাবেন আমি কী বলছি।’’

কেন ঋদ্ধিমান বাকিদের থেকে এগিয়ে সেটাও ব্যাখ্যা করেছেন রোহিত। তাঁর কথায়, ‘‘ভারতে বল প্রচণ্ড ঘোরে এবং নিচু হয়ে আসে। এই পিচে কিপিং করা এবং সারা ক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখা খুব কঠিন। জাডেজা দ্রুত গতিতে বল করে। অশ্বিন প্রচণ্ড প্রতিভাবান। ক্যারম বল করতে পারে। ও নিজেও অনেক সময় জানে না কেমন বল হতে চলেছে। ঋদ্ধিমান সব বল অনায়াসে ধরে নিত উইকেটের পিছন থেকে।’’

উল্লেখ্য, ঋদ্ধিমানের জীবনের বেশিটাই কেটেছে ধোনির ছায়ায়। ধোনি চোট পেলে খেলার সুযোগ পেতেন। ধোনি অবসর নেওয়ার পর তিনি একটানা খেলার সুযোগ পান। ১১ বছরে ৪০টি টেস্ট খেলে ৯২টি ক্যাচ এবং ১২টি স্টাম্পিং করেছেন। ৯টি এক দিনের ম্যাচও খেলেছেন ঋদ্ধিমান। তবে ভারতীয় দল থেকে আচমকাই তাঁকে ছেঁটে ফেলা হয়। পন্থের বিকল্প হিসাবে তরুণ কোনও উইকেটকিপার দরকার, এই যুক্তি দেখিয়ে প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড় দল থেকে বাদ দিয়েছিলেন ঋদ্ধিমানকে। পরে ঋদ্ধিমান অবসর নিয়ে নেন।

সন্তোষ ট্রফি : মিজোরামকে হারিয়ে লীগ অভিযান সম্পন্ন মণিপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে মনিপুর দল। হারিয়েছে মিজোরামকে। লীগে তৃতীয় রাউন্ড তথা লীগ পর্যায়ে নিজেদের অন্তিম ম্যাচে মনিপুর ৩-১ গোলের ব্যবধানে মিজোরামকে হারিয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। প্রথম খেলায় ত্রিপুরাকে ৫-১ গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে মনিপুরকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে, নাগাল্যান্ডের কাছে ০-৩ গোলে হেরে। এই পরাজয় তাদের এই ডি গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা ভঙ্গ করেছে। আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুক্রবার বেলা ২:৩০ টায় খেলা শুরুতে ১৭ মিনিটের মাথায় প্রীতমের গোলে মনিপুর ১-০ তে লিড নেয়। ৩৬ মিনিটের মাথায় রোনাল্ডো আরেকটি গোল করে দলকে ২-০ তে এগিয়ে দেয়। প্রথমার্ধে মনিপুর এই দুই গোলে লিড নেয়। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুতে দশ মিনিটের মাথায় কবিরাজ সিং আরও একটি গোল করলে মনিপুরের পক্ষে ব্যবধান ৩-০ হয়। তবে পক্ষান্তরে মিজোরামের খেলোয়াড়রা গোল পরিশোধে যথেষ্ট চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে খেলা শেষ পর্যায়ে ৮৫ মিনিটের মাথায় মিজোরামের ফ্রেডি লালরিন কিমা একটি গোল পরিশোধ করে খেলায় ব্যবধান কমিয়ে আনে। তবে পরবর্তী সময়ে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে খেলা চললেও পঞ্চম গোলের সন্ধান আর কেউ পায়নি। শেষ পর্যন্ত মিজোরাম ৩-১ গোলে জয়ী হয়ে মাঠ ছাড়ে।

ডেঙ্গি ও চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত চহল, কয়েক সপ্তাহ ক্রিকেটের বাইরে ভারতীয় স্পিনার

অসুস্থ যুজবেন্দ্র চহল। একই সঙ্গে ডেঙ্গি ও চিকুনগুনিয়া হয়েছে তাঁর। অসুস্থতার কথা নিজেই জানিয়েছেন চহল। আবার কবে ক্রিকেটে ফিরবেন তা জানাননি তিনি। তবে আপাতত বিশ্রামে থাকতে হবে ডানহাতি স্পিনারকে।

৩০ নভেম্বর শেষ বার হরিয়ানার হয়ে খেলেছিলেন চহল। তার পর থেকে আর মাঠে দেখা যায়নি তাঁকে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও খেলেননি চহল। সেখানে ফাইনালে উঠেছে হরিয়ানা। যদিও ফাইনালে ঝাড়খণ্ডের কাছে হারতে হয়েছে তাদের।

মুস্তাক আলির ফাইনালের আগে সমাজমাধ্যমে হরিয়ানাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন চহল। সেখানেই তিনি লেখেন, ‘‘আমি খেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ডেঙ্গি ও চিকুনগুনিয়া হয়েছে। ফলে শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি। চিকিৎসকেরা বিশ্রাম নিতে বলেছেন। আশা করছি, দ্রুত মাঠে ফিরতে পারব।’’

কবে তিনি ডেঙ্গি ও চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন তা অবশ্য জানাননি চহল। তিনি দ্রুত ফেরার আশ্বাস দিলেও সময় লাগবে। কারণ, একসঙ্গে দু’টি ভাইরাসঘটিত অসুখ হয়েছে তাঁর। ফলে শারীরিক ভাবে পুরোপুরি সুস্থ হতে সময় লাগবে তাঁর।

২০২৩ সালের অগস্ট মাসের পর থেকে আর ভারতীয় দলে দেখা যায়নি চহলকে। ফলে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিলেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে হরিয়ানার হয়েও খেলছেন চহল। আইপিএলেও নিয়মিত তিনি। তার পরেও জাতীয় দলে তাঁর জায়গা হচ্ছে না।

জাতীয় দলে সুযোগ না পেলেও ব্যক্তিগত জীবনের জন্য আলোচনায় রয়েছেন চহল। কয়েক মাস আগে ধনশ্রী বর্মার সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। তার পরেই আরজে মহওয়াশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের জল্পনা চলছে।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত, বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। রাজ্যের সাহসী চিত্র সাংবাদিক স্যন্দন পরিবারের সদস্য প্রয়াত বুদ্ধ গুপ্তের স্মৃতিতে মিডিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আগামীকাল (শনিবার) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এম বি বি কলেজের মাঠে (উপরের মাঠে) একদিনের এই আসরের উদ্বোধন হবে সকাল ৯টায়। সম্প্রতি আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক বিশেষ লটারি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দল গঠন এবং প্রতিযোগিতার ক্রীড়া সূচি তৈরি করা হয়েছে।

চিত্র সাংবাদিক বুদ্ধ গুপ্তের স্মরণে প্রতি বছরের মত এবারেও ১৪তম এই মিডিয়া ক্রিকেটের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের প্রথম শ্রেনীর সর্বাধিক পঠিত বাংলা সংবাদপত্র স্যন্দন পত্রিকা। লটারি অনুষ্ঠানে ঘোষিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ নাগেশ্বরী-বি বনাম নাগেশ্বরী-সি এর মধ্যে। ৯টি দলকে নিয়ে আয়োজিত এবারকার টুর্নামেন্ট হবে নকআউট পদ্ধতিতে। ফাইনাল ম্যাচসহ মোট ৮টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, ২০ ডিসেম্বর, আগামীকাল দিনভর প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও প্রাইজমানি তুলে দেয়া হবে। নকআউট এই আসরের প্রতিটি ম্যাচ হবে সীমিত চার ওভারের। সিক্স-এ সাইড আসরে প্রতি দলের লড়াই হবে বেশ জমজমাট। এবারের আসরে চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফি সহ প্রাইজমানি পাবে ৪ হাজার টাকা। রানার্স ট্রফি সহ ২ হাজার টাকা এবং ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট পাবে ট্রফি সহ ১০০০ টাকা। এর সাথে সেরা ব্যাটসম্যান, সেরা বোলার, সেরা ফিল্ডারকেও পুরস্কার দেওয়া হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিন জন চিত্র সাংবাদিকেও সংবর্ধিত করা হবে। উল্লেখ্য, আগামীকাল মিডিয়ার মহিলা ক্রিকেটারদের প্রীতি ম্যাচ দিয়ে আসরের উদ্বোধন হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন স্যন্দন পত্রিকা ও স্যন্দন টিভি-র কর্ণধার সুবল কুমার দে, আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং, এমবিবি ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার সুমন্ত চক্রবর্তী, ডা: রনবীর রায়, স্কুল অফ সায়েন্সের কর্ণধার অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

স্যন্দন পত্রিকা ও টিভির পক্ষ থেকে বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আগামীকাল যথাসময়ে মাঠে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ছোটদের এশিয়া কাপের ফাইনালেও ভারত-পাকিস্তান মহারণ! রবিবারের ম্যাচের আগে চিন্তা বাড়াচ্ছে বৈভবের ফর্ম

জল্পনা ছিল। সেটাই সত্যি হল। আরও একটি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। ছোটদের এশিয়া কাপে সেমিফাইনাল জিতে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে দু’দেশ। সেমিফাইনালে ভারত ৮ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। পাকিস্তান ৮ উইকেটে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

দুবাইয়ে বৃষ্টির কারণে দু’টি সেমিফাইনালই শুরু হতে দেরি হয়েছে। ওভারও কমেছে। ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ ৫০ ওভার থেকে কমে ২০ ওভার করা হয়। পাকিস্তান-বাংলাদেশ ম্যাচ ৫০ ওভার থেকে কমে হয় ২৭ ওভার। টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে। ২০ ওভারের খেলা হওয়ায় শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাট করার চেষ্টা করেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটারেরা। তৃতীয় ওভারে প্রথম উইকেট পড়ে তাদের। তার পর থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে।

শ্রীলঙ্কার হয়ে মিডল অর্ডারে অধিনায়ক বিমাথ দিনসারা ও চামিকা হিনাতিগালা রান করেন। দিনসারা ৩২ ও চামিকা ৪২ রান করেন। শেষ দিকে হাত খোলেন সেথমিকা সেনেভিরত্নে। তাঁর ব্যাটে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রান করে শ্রীলঙ্কা।

ভারতের পাঁচ বোলারই উইকেট পেয়েছেন। হেনিল পটেল ও কনিষ্ক চৌহান ২ করে এবং কিশন কুমার সিংহ, দীপেশ দেবেন্দ্রন ও খিলান পটেল ১ করে উইকেট নেন।

রান তাড়া করতে নেমে অধিনায়ক আয়ুষ রান পাননি। ব্যর্থ বৈভব সূর্যবংশীও। আয়ুষ করেন ৭ রান। বৈভব পর পর দু’টি চার মারলেও তৃতীয় বলে ক্যাচ দিয়ে ফেরে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তার উচিত ছিল আরও দায়িত্ব নিয়ে খেলা। ভারতীয় ক্রিকেটে খুব অল্প দিন খেলছে না সে। আইপিএলের সুবাদে বিদেশিদের সঙ্গেও সাজঘর ভাগ করেছে ১৪ বছরের ক্রিকেটার। তাকে বুঝতে হবে, প্রতি বলে বড় শট মারা যায় না। পরিস্থিতি, প্রতিপক্ষ, বোলার সব দেখতে হবে। সেটা সে যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই মঙ্গল। বৈভব কয়েকটি ম্যাচে বড় রান করলেও তার ধারাবাহিকতা নেই। সফল হতে গেলে সেটা আনতে হবে বৈভবকে। নইলে রবিবার ফাইনালে সমস্যায় পড়তে পারে ভারত।

দুই ওপেনার আউট হলেও ভারতের জিততে সমস্যা হয়নি। মিডল অর্ডারে ভরসা দিলেন অ্যারন জর্জ ও বিহান মলহোত্র। জর্জ গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও ভাল খেলেছিলেন। দুই ব্যাটারই অর্ধশতরান করলেন। জর্জ ৪৯ বলে ৫৮ রানে অপরাজিত থাকলেন। সহ-অধিনায়ক বিহান করলেন ৪৫ বলে ৬১ রান। দু’ওভার বাকি থাকতে ৮ উইকেটে জিতে গেল ভারত।

অপর সেমিফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সহজ জয় পেয়েছে পাকিস্তান। তাদের জয়ের ভিত গড়ে দেন বোলারেরা। বাংলাদেশের মাত্র তিন ব্যাটার দুই অঙ্কে পৌঁছেছেন। সর্বাধিক ৩৩ রান সামিয়ান বশির রাতুলের। ২৬.৩ ওভারে ১২১ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। পাকিস্তানের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল আব্দুল সুভান। ২০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

রান তাড়া করতে নেমে ওপেনার সমীর মিনহাসের ব্যাটে জেতে পাকিস্তান। ৬৬ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁকে সঙ্গ দেন উসমান খান। তিনি করেন ২৭ রান। মাত্র ১৪.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে ভারতের বিরুদ্ধে ফাইনালে জায়গা করে নেয় পাকিস্তান।

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা শনিবার, কখন দল জানাবেন আগরকর, জানা গেল সময়

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আর দু’মাসও বাকি নেই। শনিবার ঘোষণা হবে ভারতের বিশ্বকাপের দল। সেই দলই নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে সূর্যকুমার যাদবদের পারফরম্যান্স বিচার করে অজিত আগরকরেরা বেছে নেবেন দল।

শনিবার সকালে মুম্বইয়ে বৈঠকে বসবে জাতীয় নির্বাচক কমিটি। যোগ দেবেন কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পর শনিবার সকালে তাঁরা মুম্বই যাবেন। বিশ্বকাপ এবং নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল বেছে নেওয়া হবে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে প্রয়োজনীয় সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে নিতে হবে কোচ গম্ভীরকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সূত্রে খবর, দুপুর ১টা ৩০-এ দল ঘোষণা করা হতে পারে। পাশাপাশি, কিউয়িদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজের দলও নির্বাচন করা হবে। সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলেছেন, ‘‘শনিবার মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে নির্বাচক কমিটি বৈঠকে বসবে। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দল নির্বাচন হবে। দল নির্বাচনের পর সূর্য এবং আগরকর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হবে।’’

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ বার ২০টি দেশ খেলবে। ভারত গত বারের চ্যাম্পিয়ন। খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ থাকবে সূর্যদের। ভারতের গ্রুপে পাকিস্তান ছাড়াও আমেরিকা, নামিবিয়া এবং নেদারল্যান্ডস রয়েছে।

আবার চোট শুভমনের, ঘাড়ের পর এ বার পা নিয়ে সমস্যায় ভারতের সহ-অধিনায়ক, বিশ্বকাপের আগে নতুন উদ্বেগ ভারতের

শুভমন গিলকে নিয়ে উদ্বেগ কিছুতেই কাটছে না। এ বার পায়ে চোট পেলেন ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক। বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছে তিনি।

কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে ঘাড়ে চোট পেয়েছিলেন ভারতীয় দলের ওপেনার। হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল তাঁকে। সেই চোট সারিয়ে চলতি টি-টোয়েন্টি সিরিজে মাঠে ফিরেছিলেন তিনি। প্রথম তিনটি ম্যাচ খেলেওছেন। কিন্তু আবার নতুন করে চোট পেলেন তিনি।

কী ভাবে এই চোট পেলেন তা জানা যায়নি। যেহেতু লখনউয়ে ঘন কুয়াশার কারণে টস বিলম্বিত হচ্ছে, তাই ভারতীয় দলের পক্ষে সরকারি ভাবে কিছু জানানোও হয়নি। কিন্তু সংবাদসংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, চোটের কারণে এই ম্যাচে খেলতে পারবেন না শুভমন। খেলা যদি শুরু হয়, তা হলে শুভমনের জায়গায় ওপেনিংয়ে সঞ্জু স্যামসনকে খেলানো হতে পারে।

এই সিরিজে শুভমন তিনটি ম্যাচে মাত্র ৩২ রান করেছেন। কটকে চার রান করে আউট হন। এরপর মুল্লানপুরে প্রথম বলেই শূন্য রান করে আউট হয়ে যান। ধর্মশালায় তিনি ২৮ রান করে ফর্মে ফেরার কিছুটা লক্ষণ দেখিয়েছিলেন। সিরিজে তাঁর গড় ১০.৬৬ এবং স্ট্রাইক-রেট ১০৩.২২। এই বছরটাও ভাল যায়নি শুভমনের। ১৫টি ম্যাচে মাত্র ২৯১ রান করেছেন। গড় ২৪.২৫ এবং স্ট্রাইক-রেট ১৩৭.২৬।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

টিএফটিআইকে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সেরা ইন্সটিটিউট হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে রাজ্য সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: টিএফটিআইকে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সেরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। চলচ্চিত্র হলো সমাজের দর্পণ। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজ জীবনের ভালো, মন্দ, অতীত, বর্তমান এমনকি ভবিষ্যতের নানা কিছু পর্দায় তুলে ধরা যায় এবং মানুষকে সচেতন করা যায়।

আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ”ত্রিপুরা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভূমি” শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের পাশ করা ছাত্রছাত্রী এবং রাজ্য সরকারের গ্রেডেশন প্রাপ্ত বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, টি.এফ.টি.আই-তে পাঠরত কিংবা পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের সৃজনশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সমাজের জন্য ভালো কিছু করার চিন্তা ভাবনা করতে হবে। রাজ্য সরকার রাজ্যের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটকে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সেরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে। সে লক্ষ্যে টি.এফ.টি.আই-এর নিজস্ব পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য জায়গা অনুসন্ধানেরও কাজ চলছে। তিনি বলেন, এই রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। এই প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকতে হবে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার তাদের পাশে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে আসাম, মণিপুর আঞ্চলিক ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েদেরও সরকারি সহায়তার পাশাপাশি নিজেদের প্রতিভার মাধ্যমে রাজ্যের চলচ্চিত্র জগৎকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর প্রতিভা থাকলে অর্থ কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সব সময় বলে থাকেন যে ছাত্র যুবরা হলো দেশের ভবিষ্যৎ। ছাত্র যুবদের সামনে রেখেই সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়িত করা হচ্ছে। এই অংশের ছেলেমেয়েদের সব সময় দেশ তথা সমাজের জন্য নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। টি.এফ.টি.আই-এর থেকে নানা বিষয়ে কোর্স সম্পন্ন করে তারা যাতে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারে সে বিষয়েও রাজ্য সরকারের চিন্তাভাবনা রয়েছে। রাজ্য সরকার জাতি, জনজাতি অংশের জনগণের মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে এক নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে টি.এফ.টি.আই-এর বিভিন্ন কোর্সের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য কলকাতা সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের উপাচার্য্য সমীরণ দত্ত, ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের উপদেষ্টা বিপ্লব গোস্বামী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের ২০২৪-২৫ বর্ষের পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের এবং রাজ্য সরকারের গ্রেডেশন প্রাপ্ত বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী, পর্যটনমন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিগণ। এছাড়াও স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট রাইটিং প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের যথাক্রমে ৫০ হাজার টাকা, ৩০ হাজার টাকা, ২০ হাজার টাকা এবং শংসাপত্র তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিশিষ্ট চৎপ্রেং বাদক শিল্পী সূর্য্যকুমার দেববর্মাকে (সদাগর দেববর্মা) সংবর্ধিত করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা তৈরি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিগুলির ক্লিপিংস প্রদর্শন করা হয়।

ভিবি-জিরামজি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: সংসদে পেশ করা ভিবি—জি রামজি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও সভার আয়োজন করে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন। রেগা প্রকল্প বাতিল করে এই নতুন বিল পেশ করার প্রতিবাদে সিটি সেন্টার সংলগ্ন এলাকায় মিছিল শেষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সম্পাদক শ্যামল দে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার “জুমলাবাজির রাজনীতি” শুরু করেছে এবং আরএসএসের নির্দেশে রেগা প্রকল্প বাতিল করে ভিবি—জি রামজি বিল সংসদে পেশ করা হয়েছে।

তাঁর বক্তব্যে বলা হয়, এই বিলের মাধ্যমে গরিব ও ক্ষেতমজুরদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে।

শ্যামল দে অবিলম্বে ভিবি—জি রামজি বিল প্রত্যাহারের জোরালো দাবি জানান। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দাবি মানা না হলে ত্রিপুরা জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সংগঠনের বহু সদস্য ও সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের দাবি, রেগা প্রকল্প পুনর্বহাল রেখে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে এবং জনবিরোধী বিল অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

সময়মতো পেনশন না পাওয়ায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন এডিসি পেনশনাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: এডিসি এলাকার পেনশনাররা দীর্ঘদিন ধরে সময়মতো পেনশনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন এডিসি এমপ্লয়ীজ পেনশনার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে আগরতলা প্রেস ক্লাবে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা জানান, এডিসি এলাকার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা নিয়মিতভাবে পেনশন পেতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বহু ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়ে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে না, যার ফলে পেনশনাররা চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন।

অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আরও জানানো হয়, সময়মতো পেনশন না পাওয়ায় অনেক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন। এতে আর্থিক ও মানসিক চাপ বাড়ছে বলে দাবি করেন তারা।

পেনশনারদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একাধিকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও সমস্যার স্থায়ী কোনও সমাধান হয়নি। অবিলম্বে এডিসি এলাকার পেনশনারদের প্রাপ্য পেনশন নিয়মিত ও সময়মতো প্রদানের দাবি জানিয়ে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেছে অ্যাসোসিয়েশন।

সংরক্ষণ মেধা ও মূল্যায়নের পরিপন্থী

এডভোকেট দিলীপ সরকার মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন- এর বিতর্ক অনুষ্ঠান রবিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: এডভোকেট দিলীপ সরকার মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন - এর এবছরের বিতর্ক অনুষ্ঠান আগামী রবিবার, ২১শে ডিসেম্বর ২০২৫. বিকেল ৫টা থেকে আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। ফাউন্ডেশনের চতুর্থ বার্ষিক এই আমন্ত্রমূলক বিতর্ক সভাতে এবছরের টপিক ”সংরক্ষণ মেধা ও মূল্যায়নের পরিপন্থী”।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন মন্ত্রী শ্রী অনিমেষ দেববর্মা এবং ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী অরিন্দম লোধ। সমগ্র বিতর্ক সভাটি সঞ্চালনা করবেন কোলকাতার বিশিষ্ট সিনিয়র কার্ডিয়াক সার্জন ও দেশের প্রখ্যাত তর্কবাগিশ ডা. কুণাল সরকার। বিতর্কে প্রভাবের পক্ষে বক্তব্য রাখবেন কোলকাতার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (বিতার্কিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক), ইন্দিতা ঘোষ (বক্তা ও বিতার্কিক), ভবানী বিশ্বাস (কবি ও লেখক), অনিমা দেববর্মা (সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ইউনিসেফ, আগরতলা), এবং ডা মোজাহিদ রহমান (প্রিন্সিপাল, রাজর্ষি কলেজ অব এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল, আগরতলা)।

প্রস্তাবের বিপক্ষে বক্তব্য রাখবেন কলকাতার বাদশ্য মৈত্র (অভিনেতা, বক্তা ও বিতার্কিক), অভিজিৎ ভট্টাচার্য (ডিরেক্টর ও প্রতিষ্ঠাতা, স্কুল অব সায়েন্স, আগরতলা), ডা. অচিন্ত ভট্টাচার্য (ডিরেক্টর, টেরেসা ডায়াগনস্টিকস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড, আগরতলা), মেরেলিন ডার্লং (সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা) এবং কৌশিক ইন্দু (আইনজীবী ও সম্পাদক, ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন, আগরতলা)।

উল্লেখ্য, এডভোকেট দিলীপ সরকার মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন মূলত বুদ্ধিদীপ্ত যৌক্তিক সুচিন্তাধারা ও আইন বিষয়ক জন সম্পৃক্ততার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে। প্রয়াত এডভোকেট দিলীপ সরকার (১৯৩৮-২০১৪)-এর স্মৃতিকে সম্মান জানাতে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রয়াত দিলীপ সরকার ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফৌজদারি আইনজীবী, গুয়াহাটি হাইকোর্টের আগরতলা বেঞ্চের প্রাক্তন পাবলিক প্রসিকিউটর এবং ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রথম পাবলিক প্রসিকিউটর। সততা, পেশাগত নিষ্ঠা ও ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর অটল অঙ্গীকার তাঁকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বার ও বেঞ্চের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মী, ছাত্রছাত্রী এবং সকল সচেতন নাগরিককে এই গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

রাজধানী আগরতলা সংলগ্ন বড়জলায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা, আতঙ্কে অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বড়জলা এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা। উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে শিশুদের পড়াশোনা কার্যত লাটে উঠেছে বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রটির দুরবস্থা চললেও প্রশাসনের তরফে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

অভিযোগ অনুযায়ী, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে সেখানে শিশুদের বসে পড়াশোনা করা যেমন কঠিন, তেমনই বিপজ্জনকও। ঘরের সিলিং ভাঙাচোরা, নেই কোনও টয়লেটের ব্যবস্থা, নেই নিরাপদ পানীয় জল।

এমনকি ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা পরিকাঠামোও অনুপস্থিত। এভাবেই প্রায় চার বছর ধরে কেন্দ্রটি চলছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

শহরের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত বড়জলা এলাকায় এমন অবস্থা আরও উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন সচেতন মহল। এর আগে এলাকায় তহশিল অফিস স্থাপন হলেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে কোনও নজর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে অভিভাবকরা আতঙ্কিত হয়ে তাদের ছোট সন্তানদের এই কেন্দ্রে পাঠাতে চাইছেন না।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণের নামে যে সরকারি অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে, তা আদৌ কোথায় ব্যয় হচ্ছে? দ্রুত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির সংস্কার ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন তারা। প্রশাসনের তরফে দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ইঙ্গিতও দিয়েছেন এলাকাবাসী।

খোয়াইয়ে জনতার দরবার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ ডিসেম্বর: খোয়াই জেলাশাসক কার্য্যালয়ের উদ্যোগে জিলা পরিষদ কার্য্যালয় প্রাঙ্গণ মাঠে আজ জনতার দরবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক রজত পন্থ বলেন, মানুষের কাছে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই জনতার দরবার করা হচ্ছে। প্রশাসনিক বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। জনতার দরবারে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, ডিএফও অশোক কুমার, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক নির্মল কুমার সহ খোয়াই জেলার বিভিন্ন সরকারি কার্য্যালয়ের আধিকারিকগণ। জনতার দরবারে খোয়াই জেলার মোট ৩৭০ জন তাদের সমস্যা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের সমস্যা বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। এছাড়া জেলা শিল্প দপ্তরে পিএম বিশ্বকর্মা যোজনায় ৩৪ জনের সমস্যা নিরসন করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ২৭ জনের আভা হেলথ কার্ড প্রদান ও ৯ জনের আবেদন গ্রহণ করা হয়। দক্ষতা বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও কেরিয়ারের জন্য ২ ১টি আবেদন, মেশিন অপারেটর”র ১৬টি আবেদন ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের জন্য ১৫টি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। খোয়াই মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পিআরটিসি”র আবেদন ২৩টি, ইনকাম সার্টিফিকেট”র আবেদন ১৬টি, এসসি ৮টি, ওবিসি ১০টি, এসটি সার্টিফিকেটের আবেদন ৩টি এবং ম্যারেজ সার্টিফিকেটের ৮০টি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান উন্নত সভ্যতার যুগে বিজ্ঞান আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ: বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর:বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমুখী করে তোলা। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যেন সৃষ্টিশীল মনোভাব গড়ে উঠে। আজ সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে আন্তঃ বিদ্যালয় ভিত্তিক ঋষি সুশ্রুত বিজ্ঞান মেলার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, আগে আমরা পায়ে হেঁটে অনেক দূরে বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করতাম। বর্তমানে ত্রিপুরায় যোগাযোগ ও পরিকাঠামোগত অনেক উন্নতি হয়েছে। বর্তমান উন্নত সভ্যতার যুগে বিজ্ঞান আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞানের সুফল সকলকে উপলব্ধি করতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের কারণে কৃষি ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে গুণগত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, মহকুমা শাসক অভিজিত সিং যাদব। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলাফু মগ, প্রাক্তন বিধায়ক শংকর রায়। এছাড়া আজ পোয়াংবাড়ি ব্লকে কৃষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন কৃষি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতি বিষয়ে দু”দিনের আলোচনাচক্র শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়ের রবীন্দ্র হলে আজ ”রিভিজিটিং অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকটিং দ্য হিস্ট্রি অব নর্থইস্ট ইন্ডিয়া-উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ত্রিপুরা” শীর্ষক আলোচনাচক্র শুরু হয়েছে। দু”দিনব্যাপী এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন

বাংলাদেশে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের উপর হামলার তীব্র নিন্দা আগরতলা প্রেস ক্লাব সহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: প্রতিবেশী বাংলাদেশে সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যমের অফিস ও প্রচারমাধ্যমের উপর মৌলবাদীদের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ক্লাবের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর একের পর এক আঘাত নেমে আসছে।

আগরতলা প্রেস ক্লাব জানিয়েছে, বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদপত্র প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার-এর দফতরে মৌলবাদীদের হামলা, ভাঙচুর এবং প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এর আগেও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্পাদককে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি একাধিক সাংবাদিককে গ্রেপ্তার ও হত্যার ঘটনার কথা উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রেস ক্লাবের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এ ধরনের ঘটনায় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে বিপন্ন হচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাব অবিলম্বে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকাকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে পুনরায় প্রকাশনা চালু করার দাবি জানিয়েছে।

এছাড়াও বন্দী সাংবাদিকদের অবিলম্বে মুক্তি এবং সাংবাদিক ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জোরালো দাবি জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। সাংবাদিকতার স্বাধীনতা রক্ষায় আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণেরও আহ্বান জানানো হয়েছে প্রেস ক্লাবের তরফে। এদিকে প্রতিবেশী বাংলাদেশে সাংবাদিক সমাজ ও সংবাদমাধ্যমের কার্য্যালয়সহ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের উপর মৌলবাদী শক্তির লাগাতার হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটি। এই ধরনের বর্বর ও নিন্দনীয় আক্রমণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর সরাসরি আঘাত। ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটি লক্ষ্য করছে যে, বাংলাদেশের প্রভাবশালী সংবাদপত্র প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার-এর দপ্তরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে এবং জোরপূর্বক প্রকাশনা বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। এর পূর্বেও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্পাদককে গ্রেপ্তারসহ একাধিক সাংবাদিককে আটক ও হত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে দেশটি।

এই সমস্ত ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটি অবিলম্বে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রকাশনা পুনরায় চালু করা, পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং সংবাদমাধ্যমের উপর সকল প্রকার দমন-পীড়ন বন্ধ করার জোরালো দাবি জানাচ্ছে। একই সঙ্গে আটক সকল সাংবাদিকের নিঃশর্ত মুক্তি, সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হচ্ছে। স্বাধীন ও নির্ভীক সাংবাদিকতা কোনও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোর মেরুদণ্ডএতে হস্তক্ষেপ মানেই গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ। এদিকে সংবাদপত্র অফিসে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। এ ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রের উপর চরম আঘাত বলে মনে করে সংগঠন। আক্রান্ত সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে অ্যাসোসিয়েশন এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। কেননা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নাগরিক ও সংবাদমাধ্যমের সহযোদ্ধা হিসেবে আমরা এ ধরনের কার্য্যকলাপকে নিরবে মেনে নিতে পারি না। এহেন ঘৃন্য গণতন্ত্র বিরোধী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাজ্যে প্রথম একুইট পালমোনারি এমবোলিজম রোগের চিকিৎসা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: সঠিক সময়ে জরুরী চিকিৎসায় প্রাণ ফিরে পেল যুবক এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে জরুরী চিকিৎসায় প্রাণ ফিরে পেল এক যুবক। গত ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২ টায় ৩৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে জিবিপি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিভাগে নিয়ে আসা হয়।

তখন তার শরীর অত্যন্ত ঠান্ডা হয়ে ছিল এবং ক্রমাগত শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যুবকটি বলছিল যে তার আরও অক্সিজেন প্রয়োজন। যখন পুরোদমে অক্সিজেন চলছিল, রোগীর পরিবারের সাথে কথা বলে জানা গেল, ছেলেটির কোনও রকম রোগ বা বদঅভ্যাস ছিল না। সেদিন সকালে সে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর থেকে তার প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হয় এবং পুরো শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। সাথে সাথে ইমার্জেন্সি মেডিসিনের কর্মরত চিকিৎসক রোগীকে পুরো মাত্রায় অক্সিজেন দিতে শুরু করেন। তারপর চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেন রোগী ব্লাড প্রেসার অনেক কম, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাও অনেক কম এবং ক্রমশ রোগীর শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় সাথে সাথে রোগীকে ইমারজেন্সি মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় যে রোগীর একুইট - পালমোনাবি এমবোলিজম নামক অত্যন্ত জটিল এবং প্রাণঘাতি রোগ হয়েছে যাতে রক্তকণা জমাট বেঁধে ফুসফুসে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীগুলি আটকে দেয় এবং ফুসফুসের রক্ত না যাওয়ায় রোগীর মুহূর্তের মধ্যে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা। এই রোগে আক্রান্ত রোগী অনেক সময় হাসপাতালে আসার আগেই মারা যায় এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে এই রোগের মৃত্যুর হার ৬৫ থেকে ৯৫ শতাংশ। সাথে সাথে কর্মরত ইমার্জেন্সি মেডিসিনের চিকিৎসক রোগীর ঘাড়ের পাশ দিয়ে সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেরাইজাশন প্রতিস্থাপন করেন এবং জমাট বাধা রক্তকে পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় থ্রোম্বোলাইসিস ওষুধ চালু করেন। সাথে ব্লাড প্রেসার বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অন্যান্য ওষুধ চালু করা হয়। এখানে উল্লেখ্য বিষয় যে জমাট রক্ত তরল করার জন্য ওষুধ হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয় যা বাজারে অতিরিক্ত মূল্যে উপলব্ধ। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ থাকে যে রোগী হাসপাতালের আসার ২০ মিনিটের মধ্যে চিকিৎসা চলাকালে উপরিউক্ত সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধপত্র শুরু করা হয়। ধীরে ধীরে রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে শুরু করে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রায় ৬ ঘন্টা পর রোগীর ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক হয় এবং রোগীর অক্সিজেনের চাহিদাও কমতে শুরু করে। রোগীর অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পর সিটি পালমোনারী এনজিওগ্রাফি করানো হয়।

ডিপার্টমেন্ট অফ রেডিওলজির তত্ত্বাবধানে দেখা যায় যে, রোগীর ফুসফুসের মূল ধমনী থেকে জমাট রক্ত পরিষ্কার হলেও বা-পাশের ধমনীতে তখনও কিছু রক্ত জমাট বেধে রয়েছে। তারপর কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে রোগীকে পালমোনারি আর্টারি বেলুন এনজিওপ্লাস্টি এবং ক্যাথেটার ডাইরেক্টড থ্রোম্বোলাইসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাকি জমাট বাধা রক্তগুলিকে পরিষ্কার করা হয় এবং পরবর্তীতে দেখা যায় প্রায় ১০০ শতাংশ ধমনী রক্ত জমাট থেকে মুক্ত হয়েছে এবং ফুসফুসে পূর্বের মত স্বাভাবিক রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে। গত ১৪ ডিসেম্বর রোগী হাসপাতাল থেকে পায়ে হেঁটে বাড়িতে যান।

সঠিক সময়ে সঠিক জরুরী পরিষেবা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিষেবা দিয়ে রোগীকে বাঁচানোর জন্য রোগী এবং তার পরিবার জিবিপি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই পুরো পরিষেবার পিছনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তারা হলেন ইমারজেন্সি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ শীর্ষেন্দু ধর, ডাঃ আশিস দেববর্মা, ডাঃ অনুপ লাহা, সঙ্গে ছিলেন নার্সিং অফিসার মীনা চন্দ, মণি দাস, জুলি দাস, সুকৃতি দেবনাথ ও বিউটি দাস। কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের তরফে ছিলেন কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রাকেশ দাস, ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী (কার্ডিওলজিস্ট, ইন-চার্জ বিভাগীয় প্রধান), ডাঃ মান্না ভট্টাচার্য, ডাঃ অর্ঘ্য প্রতিম নাথ, ডাঃ অন্বেষা দেবনাথ, ডাঃ প্রান্তিক রায়, ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ান সঞ্জয় ঘোষ, ক্যাথল্যাব নার্স দেবব্রত দেবনাথ, প্রাণকৃষ্ণ দেব, মানস দত্ত ও তিতিক্ষা মজুমদার, ইকো টেকনিশিয়ান কিষাণ রায়। উল্লেখ্য ও ধরনের চিকিৎসা রাজ্যে প্রথম সংগঠিত হল।

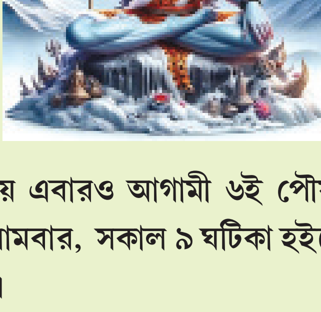

সুধী,

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও আগামী ৬ই পৌষ ১৪৩২ বাং (২২শে ডিসেম্বর, ২০২৫ইং) সোমবার, সকাল ৯ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত শিবযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে।

অতত্রব বিনীত নিবেদন যে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতি হইয়া সহযোগিতা করিবেন।

ইতি- বিনীত
রাজেশ কুমার দাস

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas